NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

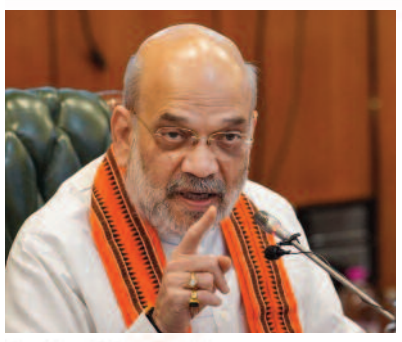

৭ ভারতকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ করা হয়েছে: অমিত শাহ

কেরলমের ত্রিশূরে বাইকে ধাক্কা গাড়ির, শিশু-সহ মৃত্যু ৩ জনের ৭

কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২০ ভাদ্র ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.09.2026, Vol. 20 Issue No. 88, 8 Pages, Price 3.00

সিকিম থেকে মিরিক

ভূমিধসে জেরবার পাহাড়

সোমা মুখোপাধ্যায়

গত ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বরে উত্তর সিকিমের নাগা বন এলাকায় থেন টানেলের ঠিক বিপরীতে নাগা-তোসা সড়কের নবনির্মিত একটি অংশে বড় ধরনের ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

তিস্তা ও চ্যাকুং নদীর মিলনস্থলের কাছে এই ভূমিধসটি হয় যার ফলে দু'টি নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ আংশিক ভাবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জল জমতে শুরু করে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী তিস্তা নদীর প্রবাহ বর্তমানে স্বাভাবিক আছে। তবে ভূমিধসের কারণে চ্যাকুং নদীর গতিপ্রবাহ আংশিকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি মুদ্রণে যাওয়া পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা আহতের খবর পাওয়া যায়নি। মাঙ্গান থানার আওতাধীন এলাকায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ। ভাটি অঞ্চলের বা নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এবং বিশেষ করে নদীর তীরবর্তী এলাকায় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছে প্রশাসন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত না-করলে জনগণকে নদীর কাছাকাছি না-যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

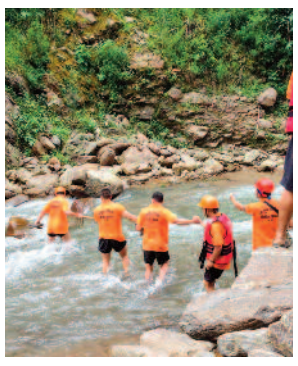

এইদিকে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ মাটি, পাথর ও ধসের ধ্বংসাবশেষ নিচে নেমে এসে মিরিক বস্তি-২ নম্বর এলাকার রংভাং নদীতে পড়েছে। এর ফলে নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ আংশিক আটকে গিয়ে একটি কৃত্রিম হ্রদ বা বাঁধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে নিচু এলাকায় হড়পা বান বা আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে পাহারবাসীদের মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। পাহিল গাঁও স্কুল দাড়া-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ল্যাবারবটে লোয়ার পালজার গাঁও এবং লোয়ার জিম্বা গ্রামে ধসের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। পরিস্থিতি সামাল দিতে রবিবার ৬ সেপ্টেম্বর উদ্ধার কাজে পৌঁছেছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ভারতীয় সেনা, এবং এসএসবির বিশেষজ্ঞ দল। নদী থেকে কী ভাবে সুরক্ষিত উপায়ে পাথর বালি কাদা সরিয়ে জল বের করা যায় এবং নদী পথ ও প্রবাহ সঠিক ভাবে বয়ে চলে সেই চেষ্টা চলছে।

দিল্লিতে বহুতল ভেঙে মৃত ৩, ধ্বংসস্তূপে বহু

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে একটি ছ'তলা বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেশ কয়েক জন আবাসিক আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল, পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় অন্তত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত। এক সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, দিল্লির এই দুর্ঘটনার কারণে গোয়ায় দলীয় এক কর্মসূচি বাতিল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ দিল্লির চাণক্যপুরীর কাছে মোতি বাগ এলাকায় ওই বাড়িটি ভেঙে পড়েছে। দমকলবাহিনী দুপুর ১টা ৩৫ মিনিট নাগাদ খবর পায়। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের আটটা ইঞ্জিন। পরে আরও কয়েকটি দমকলের ইঞ্জিন পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। দিল্লির এই দুর্ঘটনার বেশ কিছু ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সব ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। ভিডিওয় অনেক লোকের জমায়েত দেখা যাচ্ছে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

দমকল আধিকারিকরা জানান, ওই বাড়িতে অনেক পড়ুয়া পেইং গেস্ট হিসেবে থাকতেন। রবিবার হওয়ায় অনেকেই বাড়িতে ছিলেন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ঘটনার সময় ওই বাড়িতে অন্তত ৫০ জন পড়ুয়া ছিলেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভেঙে পড়া ওই বাড়ির আশপাশে আরও কয়েকটি বাড়িও পড়ুয়াদের থাকার জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। তেমনই এক বাড়ির 'পেইং গেস্ট' পড়ুয়া এক সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে তিনি কয়েক জনের আর্তনাদ শুনেছেন। বিকেল ৫টে পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে কয়েক জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের সকলকেই দিল্লির এমসে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। পরে দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তিন জনের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এটি ছিল মূলত আবাসিক ভবন। তবে সেখানে অনেক পড়ুয়া পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতেন। ওই বাড়ির নীচে অনেক গাড়ি পার্ক করা ছিল। বাড়িটি ভেঙে পড়ার কারণে সেই গাড়িগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডিসিপি (দক্ষিণ-পশ্চিম) অমিত গোয়ল বলেন, 'কত জন ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন, সেই সংখ্যা এখনই নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।' স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই বাড়িটির মালিকের নাম আনন্দ বনসল।

দিল্লির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, দিল্লি পুলিশ, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে রয়েছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অনিল শর্মা। তিনি বলেন, 'আমরা প্রার্থনা করছি আটকে পড়া সকলকে জীবিত অবস্থায় যাতে উদ্ধার করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে একটি দলও পাঠিয়েছেন।' ঘটনাস্থলটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসের কাছেই। ফলে ওই এলাকায় অনেক পড়ুয়াই থাকেন। কী কারণে বাড়িটি ভেঙে পড়ল, সেই কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে নির্মাণের কাজ চলছিল।

বিপর্যয়ের দশ দিনেও আলোর খোঁজে নেপাল

কাঠমাণ্ডু, ৬ সেপ্টেম্বর: নেপালে হড়পা বান বিপর্যয়ের পরে কেটে গিয়েছে ১০ দিন। নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৪৪ হয়েছে। এখনও নিখোঁজ প্রায় ৫,০০০ জন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫৯০ জন বিদেশি নাগরিক। বহু ভারতীয় নাগরিকও নিখোঁজ রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ১৩,১০০-র বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে।

নেপাল প্রশাসন জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা এই মুহূর্তে ১৩৪৪। এখনও নিখোঁজ প্রায় ৫০০০ জন। জারি রয়েছে উদ্ধারকাজ। যাঁরা এখনও নিখোঁজ রয়েছেন, প্রথমে মনে করা হয়েছিল তাঁরা জীবিত নেই। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে বেশ কয়েক জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তার পর থেকেই উদ্ধার কাজে নতুন করে উদ্যম পেয়েছে সে দেশের প্রশাসন।

হড়পা বানে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত রাসুয়া, নুয়াকোট, ধড়িং। রাষ্ট্রপুঞ্জ বলছে, ওই তিন জেলার ১৫টি পুরসভা এলাকায় অন্তঃসত্ত্বার সংখ্যা ৪,৪৩০। চলতি মাসে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন ৪৯২ জন। তাঁদের মধ্যে ৭৪ জনের বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। ত্রিশূলী হাসপাতালের মাতৃ বিভাগের প্রধান বাসন্তী পাঞ্চা জানান, বানের কারণে অনেক অন্তঃসত্ত্বার শরীর আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। কেউ ভুগছেন অবসাদে, যার প্রভাব পড়তে পারে প্রসবে, সদ্যোজাতের ওপরেও।

হাসপাতালগুলিতে সদ্যোজাতের জন্য যথেষ্ট চিকিৎসা পরিষেবা নেই। এই পরিস্থিতিতে কোনও সদ্যোজাত বা প্রসূতির অবস্থার অবনতি হলে কী হবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বাসন্তী। তিনি জানান, আগে ত্রিশূলী থেকে কাঠমান্ডু যেতে লাগত ২ ঘণ্টা। হড়পা বানে রাস্তা ভেঙে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। ফলে এখন কত সময় লাগবে, কেউ জানে না। বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে, কিন্তু এখন আসন্ন দিন আরও ভাবাচ্ছে নেপালকে।

বাধ্যতামূলক বাংলা, নির্দেশিকা নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত স্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে সরকারি প্রশাসনের সব কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। সেই ঘোষণা কার্যকর করতে এবার বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে নবান্ন।

মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারি নথি, দপ্তরগুলির চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তি, আদেশনামা-সহ প্রশাসনিক সমস্ত নথিতেই বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আধিকারিকদের বাংলাতেই কথা বলতে হবে। পাশাপাশি নাগরিকদের বাংলা ভাষায় জমা দেওয়া আবেদন গ্রহণ করতে হবে এবং পরিষেবা সংক্রান্ত উত্তর, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য তথ্যও বাংলাতেই দিতে হবে।

এই কর্মসূচির বাস্তবায়নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি রাজ্য স্তরের পরিচালন সমিতি গঠন করা হয়েছে। কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরকে সমগ্র প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারি নথির অনুবাদ ও ভাষাগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি। নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, পুলিশ-সহ সমস্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকর হবে। পাশাপাশি প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কাজেও ধাপে ধাপে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বাংলায় সরকারি কাজের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে অনলাইন পরিষেবা, সরকারি পোর্টাল, নথি সংরক্ষণ এবং অনুবাদ ব্যবস্থাকে বাংলা ভাষার উপযোগী করে তোলার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। আধিকারিকদের বাংলা ভাষায় কাজ

করতে যাতে কোনও অসুবিধা না-হয়, তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

নির্দেশিকা কার্যকর হচ্ছে কি না, তা নজরে রাখতে জেলা প্রশাসনকে প্রতি মাসে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার আরও বিস্তৃত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই এই পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার।

আজ পুজো বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর, কৌতূহল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি। তার আগেই রাজ্যের সমস্ত বড় পুজো কমিটির সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকে বসতে চলেছে নতুন সরকার। আজ সোমবার, বিকেল ৪টেয় কলকাতার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই বৈঠককে ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক, দুই মহলেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

ক্ষমতায় আসার পর এটাই শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের প্রথম দুর্গাপুজো। ফলে, বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই প্রথম পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসবেন তিনি। দীর্ঘদিন তৃণমূল সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক করে অনুদান, নিরাপত্তা, ট্র্যাফিক, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে নির্দেশ দিতেন। সরকার পরিবর্তনের পর সেই ধারাই বজায় থাকছে, তবে নতুন প্রশাসনের অগ্রাধিকার কী হবে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

বৈঠকে পুজো কমিটিগুলির অনুদান, পুলিশ ও দমকলের প্রস্তুতি, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, ভিড় সামলানো এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে নতুন সরকারের আমলে অনুদান নীতি বহাল থাকবে কি না, থাকলে তার পরিমাণে কোনও পরিবর্তন হবে কি না, তা নিয়ে উৎসব উদ্যোক্তাদের মধ্যে আগ্রহ রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের ইঙ্গিত, এ দিনই নিরাপত্তা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা ঘোষণা করা হতে পারে।

এদিকে, সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে পুজো মণ্ডপের আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি ও খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নাম জড়িয়ে সেই দাবি ছড়ালেও সংগঠনটি তা অস্বীকার করেছে।

নবান্ন সূত্রেরও দাবি, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কোনও বিধিনিষেধ জারির পরিকল্পনা সরকারের নেই। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক থেকেই সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেন বলে প্রশাসনিক মহলের একাংশের ধারণা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 03/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 20 নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Kumar Pan S/o. Satish Chandra Pan ও Dilip Pan S/o. S. Pan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 03/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 21 নং এফিডেভিট বলে আমি Atanu Dey S/o. Ranjan Dey ও Atanu Kumar De S/o. R. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশান আদালত
মিস সাকসেশন কেস নং : ৮/2028

দরখাস্তকারিনী: শ্রী রামকৃষ্ণ ভৌমিক, পিতা ৺ লক্ষ্মীচরণ ভৌমিক, সাং: ৯০, মতিলাল রায় লেন, পোঃ + থানা: নবদ্বীপ, জেলাঃ নদীয়া

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র আদালতে স্বর্গীয় **মীরা ভৌমিক,** পিতা- ৺ লক্ষ্মীচরণ ভৌমিক, সাং ৫৫ শ্রীমদ স্বামী শচ্চীদানন্দ ভারতী রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক নবদ্বীপ ব্রাঞ্চে গচ্ছিত অর্থ যাহার **অ্যাকাউন্ট নম্বর ০২১৬০১০২৮৯৩০২ পরিমান ১৭৯৪৭৬.৯০ টাকা** , এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক বর্তমানে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নবদ্বীপ ব্রাঞ্চে গচ্ছিত অর্থ যাহার **অ্যাকাউন্ট নং ২১৩৭৪৪৮৩৩৯৩** পরিমান **২০৯৮৩০.৫০ টাকা** এবং ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক নবদ্বীপ ব্রাঞ্চে গচ্ছিত অর্থ যাহার **অ্যাকাউন্ট নম্বর ১৩৯১৩০০৩৪১০৪ পরিমান ৩৪৩৯৩৬.৩৪ টাকা** উক্ত অর্থের উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে দরখাস্তকারী গত ইং 19.06.2024 তারিখে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা একতরফা নিষ্পত্তি হইবে। আদেশানুসারে,

রাজনারায়ন ব্যানার্জী, ০৩/০৯/২০২৬
Sheristader, Civil Judge
(Jr. Divn.) Nabadwip, Nadia,

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - কালীতলা মৌজা শাঁখারীপোতা জে.এল. নং 36, হাল দাগ নং 127, হাল খতিয়ান 30, রেকর্ডের রায়ত কালীপদ মন্ডল, পিতা - কিনু মন্ডল, বেহালা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে 24.06.2019 তারিখে Book No. 4, Vol No. 1607-2019, Pag 10851 to 10870 দলিল নং 468 দলিল মূলে দীন মন্ডল, মাতা কুলবালা মন্ডল কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। মোট 12 শতক সম্পত্তি। দীন মন্ডল উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে 12 শতক জমি বনগ্রাম নিবাসী কেতাব আলি মোল্লার পুত্র তবিবুর আলি মোল্লা কে বিক্রয় করেন। আলিপুর DSR II রেজিস্ট্রি অফিসে 22.08.2019 তারিখে 6798 দলিল মূলে। উক্ত তবিবুর আলি মোল্লা 6 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন, অসীম মন্ডল, পিতা মৃত মহাদেব মন্ডলকে, আলিপুর DSR II রেজিস্ট্রি অফিসে 09.12.2022 দলিল নং 16171, উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহার ও কোন আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে টি এম ব্লক বি.এল. আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

NOTICE
IN THE CITY CIVIL COURT AT CALCUTTA
BEFORE THE LEARNED JUDGE, XIITH BENCH
EJECTMENT SUIT NO. 47 OF 2022

(1) **ASHA BANSAL**, wife of Vijay Kumar Bansal, aged about 71 Years, residing at F-59, Kalkaji, First Floor, Post Office : Kalkaji, Police Station : Kalaji, New Delhi-110019, Mobile No: 9417493786.
(2) **ANSHU AGARWAL**, wife of Ramesh Agarwal, aged about 62 years, residing at 37A, Garcha Road, Post Office-Ballygunge, Police Station- Gariahat, Kolkata - 700019, Mobile No: 9831180119.
(3) **NEETA AGARWAL**, wife of Late Ashok Kumar Agarwal, aged about 62 years, residing at KE-37, Kamla Nagar Extension, Post Office : Kamla Nagar, Police Station : New Agra, Agra- 282005, Mobile No: 9837011338.
(4) **RUCHIT AGARWAL**, son of Late Ashok Kumar Agarwal, aged about 41 years, residing at E-64, The Belaire Apartments, Golf Course Road, Sector 54, Phase V, Post Office : SushantLok, DLF City Phase IV, Police Station : SushantLok, DLF City Phase IV, Gurgaon-122002, Mobile No: 99203 82131.
(5) **KUNAL AGARWAL**, son of Late Ashok Kumar Agarwal, aged about 36 years residing at C114, The Icon, DLF City, Sector 43, Phase 5, Post Office : SushantLok, DLF City Phase IV, Police Station : SushantLok, DLF City Phase IV, Gurgaon-122009, Mobile No: 88001 96800.
(6) **MAYANK AGARWAL**, son of Late Ashok Kumar Agarwal, aged about 39 years, permanently resident of KE-37, Kamla Nagar Extension, Post Office : Kamla Nagar, Police Station : New Agra, Agra- 282005, presently residing at 1, RhuCorss, #07-02, Post Office and Police Station : Singapore, Singapore- 437431, Mobile No: 99203 82131.
Plaintiffs No.1 to 6, represented by Ranjan Das, Constituted Attorney.
.... Plaintiffs.
-VERSUS-
(1) **PRABHA TANDON**, husband's name not known, of 318, Chittaranjan Avenue, 4th Floor, P.S. Girish Park, Kolkata - 700 006 within the jurisdiction of this Learned Court.
(2) **SATISH TANDON**, father's name not known, of 318, Chittaranjan Avenue, 4th Floor, P.S. Girish Park, Kolkata - 700 006 within the jurisdiction of this Learned Court.
... Defendants
To
(1) **PRABHA TANDON**,
Husband's name not known,
318, Chittaranjan Avenue, 4th Floor, P.S. Girish Park, Kolkata - 700 006
(2) **SATISH TANDON**,
Father's name not known, 318, Chittaranjan Avenue, 4th Floor, P.S. Girish Park, Kolkata - 700 006
Whereby the above named plaintiff has instituted the aforesaid suit against you for recovery of khas possession, damages and/or mesne profit, cost etc. on 22nd September, 2022.
You are hereby summoned to appear in the Court in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit or who shall be accompanied by some personable to answer all such question on the 23rd day of Sept. 2026 at 10.30 A.M.
Take notice that in default of your appearance on the day before the Ld. Court the above mentioned suit will be heard or determined ex-parte.
By Order
Sd/-
Bholananda Goswami
Additional Office Superintendent,
Incharge, City Civil Court, Calcutta.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুনকে সমন শেক্সপিয়র সরণি থানার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যামাক স্ট্রিটে শাসকদলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে চরম অশান্তি ও মারধরের ঘটনায় তদন্তের গতি বাড়াল শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এবার প্রাক্তন আইপিএস তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। শেক্সপিয়র সরণি থানা সূত্রে খবর, রবিবার সকালেই তাঁর কসবার বাসভবনে পুলিশ গিয়ে নোটিস দেয়। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার বেলা ১২টায় তাঁকে থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও, হুমায়ুন জানান, তিনি বুধ নয়, সোমবারই বেলা দেড়টা নাগাদ শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরা দিতে চান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যামাক স্ট্রিটের ওই নজিরবিহীন সংঘাতের ঘটনায় হুমায়ুন কবীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে এর আগে অন্তত দু'বার তাঁর বাড়িতে সমনের নোটিস নিয়ে গিয়েছিল শেক্সপিয়র সরণি থানার টিম। কিন্তু তিনি বাড়িতে না থাকায় প্রতিবারই নোটিস না দিয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল পুলিশকে। অবশেষে রবিবার সকালে কসবার বাড়িতে প্রাক্তন এই বিধায়কের উপস্থিতি নিশ্চিত হতেই

পুলিশ পৌঁছে যায়। তবে সরাসরি হুমায়ুনের হাতে নয়, নোটিসটি তুলে দেওয়া হয় তাঁর গাড়ির চালকের হাতে। পরে হুমায়ুন নিজে সেই নোটিসে স্বাক্ষর করে পুলিশের প্রতিনিধি দলের কাছে ফেরত পাঠান। চালকের মারফতেই তিনি পুলিশকে বার্তা পাঠান যে, আগামী বুধবার পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে চান না। বরং সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ সোমবার বেলা ১টা ৩০ মিনিট নাগাদই তিনি শেক্সপিয়র সরণি থানায় গিয়ে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।

উল্লেখ্য, গত ২৭ অগস্ট বিকেলে ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের বাইরে টাঙানো 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' লেখা একটি বিশাল বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। কলকাতা পুরসভার দাবি ছিল, বিলবোর্ডটি সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে ঝোলানো হয়েছিল। পুরসভার আধিকারিকরা পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তা সরাতে গেলে শুরু হয় তীব্র বাধা। অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুগামীরা পুরকর্মীদের সরকারি কাজে বাধা দেন। মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। পুরকর্মী ও পুলিশকর্মীদের বেধড়ক মারধর এবং ধাক্কাধাক্কি করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি মহিলা পুলিশকর্মীদের হেনস্থা ও শ্লীলতাহানির চেষ্টার মতো গুরুতর ধারাতেও মামলা রুজু হয়েছে।

এই ঘটনায় পুলিশ মোট তিনটি পৃথক এফআইআর (যার মধ্যে ১৪৬ ও ১৪৭ নম্বর এফআইআর উল্লেখযোগ্য) দায়ের করেছে। প্রথম সারির অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়েন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের। এ ছাড়াও বেশ কয়েক জন দলীয় কর্মী-সমর্থককে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সমূলে অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এফআইআরে নাম থাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই একদফা শেক্সপিয়র সরণি থানায় গিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানিয়ে এসেছেন। রেহাই পাননি অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ও, তাঁকেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

তদন্তের স্বার্থে লালবাজারের গোয়েন্দারা কাউকেই রেয়াত করতে চাইছেন না। তাই পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় ও সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে। নির্দেশ অনুযায়ী, সোমবার থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা সুমিতের এবং মঙ্গলবার বেলা গড়াতেই শেক্সপিয়র সরণি থানায় যেতে হবে ডেরেককে। ঠিক এই তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই এবার প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরকে সমন পাঠাল পুলিশ।

বাম-তৃণমূলকে আক্রমণ করে কলকাতা-হাওড়ায় বোর্ড গঠনের দাবি শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন পুরসভার নির্বাচনে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভায় বোর্ড গঠন করবে বিজেপি, রবিবার এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে তিনি রাজ্যের সিপিআই(এম), তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে নিশানা করে দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিই এখন একমাত্র শক্তিশালী বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি এবং পুরভোটে কোনও জোট না করেই লড়বে গেরুয়া শিবির। রবিবার বামেদের প্রসঙ্গে শমীক বলেন, এক সময় রাজ্যের মানুষ সিপিআই(এম)-কে 'গৃহীত' করেছিল। দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনকালে তারা 'পরীক্ষিত' হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে তারা 'পরিত্যক্ত' হয়েছে। এছাড়াও এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়েও কটাক্ষ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের শাসকদল রাজনৈতিক ভাবে 'নির্মূল' হওয়ার পথে। বিজেপি ছাড়া এ রাজ্যে আর কোনও শক্তিশালী বিকল্প বিরোধী শক্তি নেই বলেও দাবি করেন শমীক।

পাশাপাশি পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, দলের সামনে এখন প্রধান লক্ষ্য কলকাতা এবং হাওড়া পুরসভা নির্বাচন। তাঁর দাবি, মানুষ বিজেপির পাশে দাঁড়াবেন এবং দুই পুরসভাতেই বিজেপি বোর্ড গঠন করবে। এর জন্য কোনও সম্ভাব্য জোটের সম্ভাবনাও কার্যত উড়িয়ে দেন তিনি। রবিবার রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর আরও দাবি করে বলেন, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পতাকা খোলার কোনো লোক নেইদ। অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও এদিন নিশানা করে তিনি বলেন, তথাকথিত বিরোধীদের অনেকেরই এখন নিজেদের দলের পতাকা লাগানোর লোক নেই। পুরসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে নতুন মুখের ভিড় এবং প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ নিয়েও রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যে জল্পনা শুরু হয়েছে তা নিয়েও রবিবার দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করেন রাজ্য সভাপতি। এই জল্পনাকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে শমীক বলেন, হঠাৎ দলে এসে গেরুয়া পতাকা হাতে নেওয়া বা গেরুয়া আবির মেখে ঘুরলেই পুরসভা নির্বাচনের টিকিট পাওয়া যাবে না। কেউ আচমকা এসে নিজেকে বড় নেতা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও দল তাকে মেনে নেবে না। এছাড়াও তৃণমূল বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দল থেকে বিজেপিতে যোগ দিলেই প্রার্থী হওয়া নিশ্চিত নয় বলেও ফের তিনি তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে জানান।

উপদেষ্টা কমিটিকে না জানিয়েই বিজ্ঞাপন?

গিল্ডের বিজ্ঞাপন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে জরুরি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা নিয়ে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের ভূমিকায় সরব হল বইমেলা উপদেষ্টা কমিটি। অভিযোগ, রাজ্য সরকারের দ্বারা গঠিত এই উপদেষ্টা কমিটিকে না জানিয়েই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আর এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার জরুরি বৈঠকে বসে বইমেলা উপদেষ্টা কমিটি। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে গিল্ড কর্তাদের তীব্র প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। ওই বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিতর্কিত বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি ২০২৭ সালের বইমেলা পরিচালনা করার জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব আলাদা ও স্বচ্ছ রাখার জন্য নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিনের বৈঠক নিয়ে প্রকাশ্যে যদিও মন্তব্য করতে চাননি উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা। তবে সূত্রের দাবি, ২৪ সদস্যের কমিটির মধ্যে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যই গিল্ডের ভূমিকা নিয়ে আপত্তি তোলেন। প্রায় ২০ জন সদস্য গিল্ড কর্তাদের ভর্ৎসনা করেন বলেও সূত্রের খবর। ২০২৭ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার পরিকল্পনা ও পরিচালনার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য গত ২১ অগস্ট ২৪ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করে রাজ্য সরকার। নবান্নের উদ্যোগে তৈরি ওই কমিটিতে জায়গা পেয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এবং ইজেডসিসি-সহ একাধিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

নতুন কমিটি গঠনের সময় থেকেই বইমেলার পরিচালনা নিয়ে গিল্ডের পুরনো কর্তৃত্বের প্রশ্ন সামনে আসে। নতুন উপদেষ্টা বোর্ডে গিল্ডের বর্তমান সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি সুধাংশুশেখর দে'কে রাখা হয়নি। সেই সিদ্ধান্তের পর থেকেই বইমেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে এমনটাই দাবি ছিল সংশ্লিষ্ট মহলের।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গিল্ডকে জানানো হয়েছিল, ইজেডসিসি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এবং উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেই বইমেলা সংক্রান্ত সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদিও অভিযোগ, সেই পদ্ধতি অনুসরণ না করেই শুক্রবার একটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয় গিল্ড। উপদেষ্টা কমিটির অন্য সদস্যদের বিষয়টি জানানো হয়নি বলেই অভিযোগ ওঠে। এরই মধ্যেই ৫০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দেয় উপদেষ্টা সমিতি।

এদিকে, ২০২৭ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হওয়ার কথা ২২ জানুয়ারি। চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মেলার জন্য সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের মাঠ চেয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে আবেদন করেছে গিল্ড।

৬ শহরে মাটির নীচে যাচ্ছে বিদ্যুতের নেটওয়ার্ক মেগা উদ্যোগ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হোক বা কালবৈশাখীর ঝাপটা, রাস্তায় চলতে গিয়ে ঝুলন্ত বিদ্যুতের তার থেকে দুর্ঘটনা আর প্রাণহানির আশঙ্কা এবার কাটতে চলেছে। রাজ্যজুড়ে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় এক অভূতপূর্ব আধুনিকীকরণের জোয়ার নিয়ে আসছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ, প্রথম দফায় রাজ্যের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ শহরকে সম্পূর্ণ রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। মাথার উপর থেকে বিপজ্জনক তারের জট চিরতরে উধাও করে দিয়ে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নিয়ে যাওয়া হবে মাটির নিচে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সূত্রে খবর, এই মেগা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণবঙ্গের কাঁথি, এগরা ও সিউড়ি এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট ও আলিপুরদুয়ার, এই ছয়টি শহরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদ্যুতের এই সুবিশাল আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের 'প্রজেক্ট-৩' বিভাগ। ছ'টি শহরের জন্য পৃথক পৃথক ই-টেন্ডারও আহ্বান করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ঝড়-বৃষ্টি কিংবা আমফান-ইয়াসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ওভারহেড তার ছিঁড়ে পড়ে শহরের পর শহর বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ার ঘটনা নতুন নয়। পাশাপাশি, বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে থাকা বিপজ্জনক তারের সংস্পর্শে এসে পথচারী ও পশুদের প্রাণহানির ঘটনাও প্রায়ই ঘটে। নতুন এই ব্যবস্থা চালু হলে এই সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান মিলবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

আর সেই কারণেই দুর্যোগপ্রবণ উপকূলীয় এলাকা কাঁথি ও এগরা শহরের পুরানো ওভারহেড তার সরিয়ে মাটির তলা দিয়ে কেবল বসানো হবে। একইসঙ্গে রাঙামাটির জেলা বীরভূমের সদর শহর সিউড়িতেও চালু হচ্ছে এই আধুনিক পরিষেবা। এর পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সদর বালুরঘাট শহরকে প্রথম পর্যায়ের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, 'কেবল দৃশ্যদূষণ বা বিপজ্জনক তারের জট মুক্ত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ঝড়-বৃষ্টির দিনেও যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নাগরিকদের ঘরে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় এবং পরিকাঠামোকে বিশ্বমানের করে তোলা যায়, সেটাই রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য।'

বাইক চুরি চক্রের দুই পান্ডা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকদিন ধরেই বেলঘড়িয়া, নিমতা থানা এলাকা-সহ রহড়া অঞ্চলে দেদার বাইক চুরির ঘটনা ঘটছিল। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে রবিবার সন্ধেয় বাইক চুরি চক্রের দুই পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে রহড়া থানার পুলিশ। ধৃত জেনিয়া রুদ্র বেলঘড়িয়ার নন্দননগরের বাসিন্দা এবং ধৃত সৌরভ সালাম রহড়া থানার অরুণাচল এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, সৌরভ তাঁর বান্ধবী জেনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে হ্যান্ডেলের লক ভেঙে কিংবা নকল চাবি বানিয়ে বাইক চুরি করত। বাইক চুরি চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তা জানতে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ধৃতদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

রবিবার খাস কলকাতায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত চিৎপুরের কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছুটির দিনের সকালে খাস কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ডের তাণ্ডব! ঘটনাস্থল চিৎপুরের নবাবপল্লি এলাকার একটি বন্ধ রাসায়নিক কারখানা। হঠাৎই লেলিহান শিখা দেখে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। আশপাশের কারখানাতেও দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করায় হুলস্থুল পড়ে যায় পুরো ঘিঞ্জি এলাকায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের আপ্রাণ চেষ্টার পর অবশেষে বিধ্বংসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মীরা। তবে এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর মেলেনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ চিৎপুরের নবাব পল্লি এলাকার ওই দোতলা বন্ধ কারখানাটি থেকে হঠাৎই গলগল করে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মূলত দোতলার জানলা দিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। নিমেষের মধ্যে আগুনের গ্রাসে চলে যায় পুরো ভবনটি। জানা গিয়েছে, বহুতলটির একতলায় কেমিক্যালের গোডাউন এবং দোতলায় জামাকাপড়ের গুদাম ছিল। কারখানায় প্রচুর পরিমাণে দাহ্য ও রাসায়নিক পদার্থ মজুত থাকার কারণে আগুন দ্রুত রুদ্ররূপ ধারণ করে। খবর পেয়ে প্রথমে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০টি করা হয়। তবে ঘন বসতিপূর্ণ ও অত্যন্ত ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় উদ্ধারকাজ চালাতে মারাত্মক হিমশিম খেতে হয় দমকলকর্মীদের। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের পাশাপাশি আসরে নামে পুলিশ ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ধোঁয়া বের করতে শেষমেশ গ্যাস কাটার দিয়ে বন্ধ লোহার দরজা কেটে ভেতরে ঢোকার পথ তৈরি করেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। আশপাশের অন্যান্য কারখানার কর্মীরাও আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের সামগ্রী দ্রুত সরিয়ে নিতে শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়েই এলাকা পরিদর্শনে যান কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি।

কলকাতা পুলিশের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি কলকাতা পার্ক স্ট্রিট থানায় কলকাতা পুলিশের উৎসর্গ প্রকল্পের তরফে বর্ণাঢ্য রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। ২০ জন পুলিশ কর্মীর রক্তদান এই শিবিরকে জীবন্ত করে তুলেছিল সহানুভূতির চেতনায়। এদিন সর্বমোট ১০১ জন রক্তদান করে জীবন বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (২) দীপ নারায়ণ গোস্বামী, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) কুনাল আগরওয়াল, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) ভিএসআর অনন্তনাগ, দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাহুল দে।

এছাড়াও হাজির ছিলেন ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার ডমিনিক স্যাভিও, ঈশ্বর প্রজাপিতা ব্রহ্ম কুমারীসের সিস্টার চন্দ্র, লরেটো হাউসের সিস্টার অ্যাগনেস, ইসকনের শিবাজি মহারাজ এবং প্রিস্ট ডমিনিক গোমেজ।

ভুয়ো রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় করতে রাজ্যজুড়ে অভিযানে খাদ্য দপ্তর বিষ্ণুপুরে ডিলারদের দোকানে তল্লাশি

দেবাশিস দে ● বিষ্ণুপুর

এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়া ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের ডিজিটাল রেশন কার্ড বাতিল ও নিষ্ক্রিয় করার অভিযানে গতি বাড়াল খাদ্য দপ্তর। নতুন সরকারের স্পষ্ট নির্দেশের পর এই যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হলেও কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রশাসনিক মহলে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট তালিকার মাত্র ১৮.৫৬ শতাংশ কার্ড নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে, যা দপ্তরের কাছে একেবারেই আশানুরূপ নয়। তাই এবার বাকি থাকা উপভোক্তাদের তথ্য দ্রুত খতিয়ে দেখে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নথিপত্র যাচাইয়ের পাশাপাশি শুরু হয়েছে মাঠপর্যায়ের নজরদারিও।

এই কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর ১ ও ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় সন্দেহজনক ডিলারদের দোকানে অতর্কিতে হানা দেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা। সেখানে মূলত খতিয়ে দেখা হয়, এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া কোনো ব্যক্তির নামে এখনও বেআইনিভাবে রেশন তোলা হচ্ছে কি না। পাশাপাশি স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের চাল ও গমের কোনো ভুয়ো বা অতিরিক্ত তালিকা ডিলারদের কাছে রয়েছে কি না, তাও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হয়। খাদ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এটি রাজ্য খাদ্য দপ্তরের সার্বিক অভিযানেরই অংশ এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই ধরনের সারপ্রাইজ ভিজিট নিয়মিত চালু থাকবে।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় মৃত, স্থানান্তরিত কিংবা দীর্ঘ অনুপস্থিতির (এএসডি) কারণে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এর সঙ্গে 'অ্যাডজুডিকেশন' অর্থাৎ আইনি বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তালিকাচ্যুত হয়েছেন আরও প্রায় ৩০ লক্ষ ভোটার। সব মিলিয়ে প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে অ্যাডজুডিকেশনের কারণে বাদ পড়া ৩০ লক্ষ উপভোক্তার রেশন কার্ড যাচাইয়ের উপরেই এখন সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, উপভোক্তা দীর্ঘদিন আগেই এলাকা ছেড়েছেন বা প্রয়াত হয়েছেন, অথচ তাঁদের নামে বরাদ্দ খাদ্যশস্য ডিলারের খাতায় রয়ে গিয়েছে।

অবশ্য খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, যাচাই প্রক্রিয়ায় নেমে দেখা যাচ্ছে এসআইআরে বাদ পড়া বহু নাগরিকের রেশন কার্ড অনেক আগেই নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। বিগত সরকারের সময়েই মৃত্যুর শংসাপত্র ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেটাবেসের সঙ্গে মিলিয়ে ভুয়ো ও মৃত ব্যক্তিদের কার্ড বাতিলের কাজ শুরু হয়েছিল। এছাড়াও টানা ছ'মাস বা তার বেশি সময় রেশন দোকান থেকে খাদ্যশস্য না তুললে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্ড ব্লক করার নিয়ম চালু রয়েছে। খাদ্য দপ্তরের দাবি, ২০২১ সালের পর থেকে একাধিক কড়া পদক্ষেপের ফলে রাজ্য জুড়ে ইতিমধ্যে দেড় কোটিরও বেশি রেশন কার্ড বাতিল কিংবা নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে। তবে এই কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাঝে যাতে কোনোভাবেই আসল বা যোগ্য উপভোক্তা খাদ্য সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়েও চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানান, কোনো সাধারণ বা যোগ্য গ্রাহক যাতে অহেতুক হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করাই প্রধান দায়িত্ব। সেই কারণে অ্যাডজুডিকেশনে বাদ পড়াদের তথ্য খুব সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা হচ্ছে। পাশাপাশি খাদ্য দপ্তরের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে সমস্ত ব্যক্তি সিএএ বা ট্রাইব্যুনালে নাগরিকত্বের আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের আবেদন বিচারাধীন থাকা পর্যন্ত রেশন কার্ড চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ভুয়ো কার্ড বাতিল করে সরকারি খাদ্যশস্যের অপচয় রুখতে এবং বণ্টন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করতেই রাজ্যজুড়ে একযোগে এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নৈহাটিতে পুলিশের জালে তৃণমূল নেতার স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুলিশের জালে এবার দাপুটে তৃণমূল নেতার স্ত্রী। নৈহাটি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তালপুকুর রোডের বাসিন্দা তৃণমূল নেতা বিষ্ণু অধিকারী। তিনি নৈহাটির আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি। বলপূর্বক ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দখল করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগে শান্তা চক্রবর্তী নামে এক মহিলা নৈহাটি থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে রবিবার বিষ্ণুর স্ত্রী ঈশানীকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই বেপাত্তা তৃণমূল নেতা বিষ্ণু অধিকারী। তৃণমূল নেতার স্ত্রীর গ্রেপ্তারি নিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সদস্য সূর্য চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া, শান্তা চক্রবর্তী নামে এক মহিলা জোর করে বাড়ি দখলের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল নেতা বিষ্ণু অধিকারীর স্ত্রী ঈশানী সরকার অধিকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০ ভাদ্র ১৪৩৩, সোমবার

কলকাতা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের ৪৫তম প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হতে চলেছেন বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে। শনিবার রাতে তাঁর এই নিয়োগে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলানো বিচারপতি ঘুগে শীঘ্র-ই শহরের ঐতিহ্যবাহী এই বিচারালয়ের প্রশাসনিক শীর্ষ পদের ব্যাটন নিজের হাতে তুলে নেবেন।

আইনি ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও অভিজ্ঞ বর্ণময় কর্মজীবন রয়েছে বিচারপতি ঘুগের। ১৯৯০ সালে আইনজীবী হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। কেরিয়ারের শুরুর দিনগুলিতে শ্রমিক সংগঠন ও সাধারণ কর্মচারীদের হয়ে প্রায় দু'হাজারের বেশি মামলায় সওয়াল করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। পরবর্তীতে একাধিক বড় শিল্প সংস্থা ও বহুজাতীয় প্রতিষ্ঠানের হয়েও

তিনি দক্ষতার সঙ্গে সওয়াল করেছেন। দীর্ঘদিন বম্বে হাইকোর্ট এবং দেশের বিভিন্ন শিল্প ও শ্রম আদালতে সফলভাবে ওকালতি করার পর, ২০১৩ সালের ২১ জুন তাঁকে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। দীর্ঘ ১৩ বছর বিচারপতি পদে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পর চলতি বছরের জুন মাসে তিনি বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, বম্বে হাইকোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে আসার ঘটনা আইনি ইতিহাসে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে ২০১০ সালের ২৬ জুন বম্বে হাইকোর্ট থেকেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে এসেছিলেন বিচারপতি জৈনারায়ণ প্যাটেল। ২০১২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর পর ফের বম্বে হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্টের প্রশাসনিক শীর্ষ পদে বসতে চলায় আইনি মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

‘স্বচ্ছতার সংকল্প হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার’

আবর্জনামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ ও ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ‘স্বচ্ছতা সংকল্প অভিযান’। এই অভিযানের সাফল্যের কথা তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে এই উদ্যোগকে রবিবার ‘জনআন্দোলনে’ পরিণত করার আহ্বান জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বলেন, শুধু সরকারি উদ্যোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালালেই হবে না, নিজেদের পাড়া-বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখার দায়িত্বও সকলকে সম্মিলিত ভাবে নিতে হবে। ছাব্বিশে ক্ষমতায় আসার পরেই নতুন রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন ও পুরবিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে তিন দিনের রাজ্যব্যাপী পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযান সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যের ২২টি জেলার ১২৮টি পুরসভার ১, ৬০০-র বেশি ওয়ার্ডে এই অভিযান চালানো হয়েছে।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই অভিযানে ৬,০৬৫টি অবরুদ্ধ নর্দমা পরিষ্কার করা হয়েছে। ১,৬০৮টি জায়গায় ছড়িয়ে থাকা

জঞ্জাল এবং ৪,৫১১টি রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য জুড়ে ক্রমবর্ধমান ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ২৭, ৩৭৮টি জায়গায় মশার সম্ভাব্য প্রজননস্থল ধ্বংস করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন বাজার, হাট, স্কুল-কলেজ, সরকারি দপ্তর এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১,১০৬টি বাজার ও হাট, ১,৩০৪টি স্কুল ও কলেজ চত্বর, ৫৪৪টি সরকারি দপ্তর এবং ৩১৫টি হাসপাতাল চত্বর।

শুধু তাই নয় সরকারি উদ্যোগে জন-সচেতনতা বাড়াতেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে জানান, এই সময়ের মধ্যে ৩৫ হাজারের বেশি আইইসি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ১১৮টি এনজিও এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠন এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, শুধু পরিষ্কার করার নয়, এখন সময় সম্মিলিত ভাবে নিজেদের পারিপার্শ্বিক এলাকা পরিষ্কার রাখার সংকল্প নেওয়ার। আসুন, নিজেদের সুস্থ রাখতে এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এই ‘স্বচ্ছতা অভিযান’-কে সর্বাত্মক জনআন্দোলনে পরিণত করি। ‘আবর্জনামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ’ এবং ‘ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ’, এই দুই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী সকলের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে জানান, পরিষ্কার থাকুন, সুস্থ থাকুন, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব বজায় রাখুন। স্বচ্ছতার সংকল্প হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

ব্যারাকপুর থেকে ভিন রাজ্যের তীর্থক্ষেত্রে সরকারি বাস চালু হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার ব্যারাকপুর নোনাচন্দন পুকুরে পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বেশি কিছু দাবি রাখলেন প্রখ্যাত নাট্যকার চন্দন সেন-সহ ব্যারাকপুরের প্রবীণ নাগরিকরা। প্রথমত, পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে তাঁরা ব্যারাকপুর থেকে পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন-সহ ভিন রাজ্যের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে সরকারি বাস পরিষেবার দাবি জানান। তাছাড়া ব্যারাকপুর থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার বাস পরিষেবারও তাঁরা দাবি করেন। দ্বিতীয়ত, তীর্থস্থান যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি বাসে ভাড়ায় ৫০ শতাংশ ছাড়ের দাবিও তাঁরা করেন। নাট্যকার চন্দন সেন বলেন, পূর্বতন সরকারের পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবে বর্তমান সরকারের পরিবহণ মন্ত্রী আমাদের ঘরের ছেলে। তাই ওনার

ওপর তাঁরা ভরসা রাখছেন। প্রবীণ নাগরিকদের দাবি নিয়ে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন-সহ ভিন রাজ্যের তীর্থক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হবে। কিন্তু বাস ভাড়ায় ছাড় দেওয়া তাঁর হাতে নেই। ভাড়ায় ছাড়ের বিষয়টি তিনি ক্যাবিনেটে প্রস্তাব রাখবেন। টোটোর দৌরাত্ম্য নিয়ে পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, গত ১৫ বছর প্রশাসনে নিয়োগ হয়নি। তথাপি পুলিশ কমিশনারেটের তৎপরতায় টোটোর দৌরাত্ম্য অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে। নৈহাটি, হাজিনগর, শ্যামনগর, কাঁকিনাড়ায় টোটোয় লাগাম টানা হয়েছে। ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বরেও টোটোর দৌরাত্ম্য কমবে।

পুরভোটের আগে ট্রাইব্যুনালে হাজার হাজার আবেদন, ধীরগতিতে শুনানি, চাপ বাড়ছে কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সবকিছু পরিকল্পনা মতো চললে ডিসেম্বর মাসে কলকাতা ও হাওড়ায় অনুষ্ঠিত হবে পুরভোট। আর পুরভোটের প্রস্তুতি যত এগোচ্ছে, ততই ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষের আবেদন নিয়ে নতুন করে চাপ তৈরি হচ্ছে। কলকাতা শহরের ১৭টি বিধানসভা এলাকার বিপুল সংখ্যক আবেদন এখনও অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়ার বাকি আছে। আর এই শুনানির গতি না বাড়লে ভোটের দিন বহু মানুষ ভোটাধিকার ফিরে পাবেন কি না, তাই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার ১১টি বিধানসভা এলাকায় মাত্র ১, ৬৯২ জনের আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ফেরানোর নির্দেশ দেয় ট্রাইব্যুনাল। যদিও শুধু এই ১১টি বিধানসভা থেকেই আবেদন জমা পড়েছে ৬৯,২৫৪টি। বাকি ছ'টি বিধানসভাতেও ছবিটা একই। কোথাও প্রায় ১৫ হাজার, কোথাও ১৪ হাজারের কাছাকাছি, আবার কোথাও ছ'হাজারের বেশি আবেদন এখনও বিচারাধীন অবস্থাতেই আছে। পুরভোটের আগে এত বড় সংখ্যক আবেদনের নিষ্পত্তি করা যাবে কি না, তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়েছে।

ছাব্বিশ সালে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো এই আপিলের ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল।

কলকাতার নামী মলের ফুড কোর্টে যৌথ অভিযান খাদ্য দপ্তর ও পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহর থেকে জেলা-সর্বত্রই হোটেলের খাবারের মান নিয়ে অজস্র অভিযোগ। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে আর কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রাজ্য প্রশাসন। রবিবারের ছুটির মেজাজেই শহরের একের পর এক নামীদামি শপিং মল ও রেস্তোরাঁয় ঝটিকা অভিযান চালাল খাদ্য দপ্তর ও কলকাতা পুরসভার যৌথ প্রতিনিধি দল। কসবার অ্যাক্রোপলিস, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের সাউথ সিটি মল, বাইপাসের ধারের হাইল্যান্ড পার্কের মেট্রোপলিস মল এবং সল্টলেকের সিটি সেন্টারে অভিযান চালান খাদ্য সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা।

ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলার দিক। ছুটির দিনে শপিং মলগুলির ফুড কোর্টে ভিড় জমতে শুরু করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই মলগুলির রান্নাঘরে সোজা ঢুকে পড়েন আধিকারিকরা।

সম্পাদকীয়

নতুন টেন্ডার কমিটি, দুর্নীতি রোধে আরও এক ধাপ এগোল সরকার

দেড় দশকের তৃণমূল সরকারের বিদায়ের নেপথ্যে অন্যতম বড় কারণ ছিল দুর্নীতি। না, কোনও ব্যক্তি বিশেষের নয়, মমতার আমলে রীতিমতো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল দুর্নীতি। সরকারে এসেই তাই দুর্নীতি দূর করতে বারবার কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি আধিকারিক থেকে পুলিশ, বাদ যায়নি দলীয় ক্যাডাররাও। যে কোনও মূল্যে দূর করতে হবে দুর্নীতি, এটাই হল সরকারের শ্লোগান। আর সেটা যে নিছক ফাঁকা বুলি নয় তার প্রমাণ গত তিন মাসে বারবার মিলেছে। এরই মধ্যে গঠিত হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক দূর্নীতির তদন্ত কমিশন। সেই কমিটি ২০১১ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে। এবার আরও একটি বড় কাজ করে ফেলল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। রাজ্য সরকারের সব প্রশাসনিক দফতর ও অধীনস্থ দফতরে অবিলম্বে ডিপার্টমেন্টাল টেন্ডার কমিটি বা ডিটিসি চালু করার নির্দেশ দিল অর্থ দফতর। সম্প্রতি জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যেখানে এখনও এই কমিটি গঠন হয়নি, সেখানে দ্রুত তা কার্যকর করতে হবে। এভাবেই দুর্নীতি দূর করতে আর একটা বড় পদক্ষেপ করল শুভেন্দুর সরকার। আর কেনা জানে এই টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অজস্র দুর্নীতি। তাই শুরুতেই কড়া হাতে রাশ ধরতে চাইছে সরকার। অর্থ দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টাল টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যান হবেন যুগ্মসচিব বা তার ঊর্ধ্বতন পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক। কমিটিতে থাকবেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন ইঞ্জিনিয়ার বা প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, দফতরের ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, মুখ্যসচিব বা সচিব মনোনীত অন্য কোনও আধিকারিক। টেন্ডার মূল্যায়ন ও সুপারিশ সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব এই কমিটিকেই পালন করতে হবে। ২০১৮ সালে জারি হওয়া নির্দেশিকার ধারাবাহিকতায় নতুন করে সব দফতরকে তা কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শব্দছক ২৬২

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. আকাঙ্খা ২. নির্দোষ ৪. দা, কাটারি তৈরীর জন্য যে চাকু প্রয়োজন ৬. বিখ্যাত ৮. কর্মকার ১০. নিয়োজিত ১১. অতি অল্প ১২. উপসর্গ ১৪. অশরীরী ১৬. লক্ষেশ ১৭. অখিল ১৯. গবাদি পশুকে খাওয়ানোর এক গাছ ২০. মধুর ধ্বনি ২১. খ্যাতি

ওপর-নিচ: ১. নিজের ২. পালকী-বাহক ৩. গনের সুর দেন যিনি ৪. জন ৫. নারীর পুংলিঙ্গ ৭. ধান্দা ৯. চারদিকের ভূভাগ অপেক্ষা মধ্যখানে বিশাল সমতল প্রদেশ ১৩. কিয়ৎ সময় ১৫. প্রধাণতঃ উপস্থিত জলের সর্বনিম্নদেশ ১৬. নৃপতি ১৭. আকাশ ১৮. লক্ষ্মীদেবী

সমাধান ২৬১ — পাশাপাশি: ১. পটল ৩. প্রাচীন ৫. লবম ৬. দীন ৮. খাজনা ১০. চট ১২. কাঞ্চনফুল ১৪. ফটিকজল ১৬. ভুল ১৭. ময়াল ১৯. রমা ২১. ললাট ২২. চালতা ১৩. রকেট

ওপর-নিচ: ১. পরিখা ২. ললনা ৩. প্রাণচঞ্চল ৪. নদী ৭. নিকল ৯. জমাটি ১১. টন ১২. কাজললতা ১৩. ফুলিয়া ১৪. ফকির ১৫. কভু ১৭. মটর ১৮. লকেট ২০. মাচা

আজকের দিন

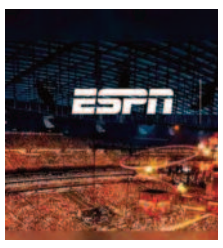

■ **১৯৭৯** — এন্টারটেইনমেন্ট অ্যান্ড স্পোর্টস প্রোগ্রামিং নেটওয়ার্ক (ইএসপিএন) তাদের সর্বপ্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

■ **১৯৯৬** — বিখ্যাত র‍্যাপার টুপাক শাকুর নেভাডার লাস ভেগাসে একটি চলন্ত গাড়ি থেকে গুলিতে নিহত হন।

জন্মদিন

সচিন পাইলট

১৯৭৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সচিন পাইলটের জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় জ্বালা গুট্টার জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তের জন্মদিন।*

নেপালের এই মহাপ্রলয়, প্রকৃতির রোষের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রর অবিবেচক ভূমিকা, হয়তো এক চেতাবনি সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই

শান্তনু রায়

যদিও কাঠমাণ্ডুর চিনা রাষ্ট্রদূতের বয়ান অনুযায়ী নেপালের এলাকায় ভূমিকম্পের কারণে এই ঘটনা, কিন্তু কোন কোন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, নেপালের দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণে হলেও ,তিব্বতে চিন নদীর জলপ্রবাহে যে রদবদল ঘটিয়েছে ,যে সব পরিকাঠামো নির্মান করেছে তার ফলে এই দুর্যোগের মাত্রা আরও অনেকগুন বেড়েছে। হিমবাহ থেকে হড়পা বান আকস্মিক নেমে আসা চিনের কার্যকলাপের জন্য নাহলেও, নদীর নীচের এলাকায় প্রলয়ে তার প্রভাব রয়েছে। ভূবিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, তিব্বতের সংবেদনশীল পাহাড়ি অঞ্চলে চিনের অনিয়ন্ত্রিত রাস্তাঘাট,বাঁধ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণকাজ প্রকৃতির ওপর বাড়তি চাপ স্রিষ্টি করেছে। এই কৃত্রিম পরিবর্তনের কারণেই হিমবাহ ধসের মতো প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো বহুগুণ শক্তিশালীও বিধ্বংসী রূপ নিয়ে নেপালের দিকে ধেয়ে এসেছে।

বিধ্বংসী হড়পা বানে তছনছ হয়ে গেছে 'হিমালয়ের দেশ' নেপাল। কবে যে সেদেশ এ বিপর্যয় কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে তা অনিশ্চিত। দেশের এ চরম বিপদে প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ দুই বৃহৎ প্রতিবেশি ভারত ও চিনের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। গত বছর দেশের জেন জি দের বিক্ষোভে চিনপন্থী ওলি সরকারের পতনের পর গত মার্চের নির্বাচনে একদা ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র নেপালে ক্ষমতায় আসা বলেন্দ্র শাহ সরকারও মোটামুটি চিনেরই অনুগত ।

ভারত কিন্তু বরাবর নেপালের পাশেই থেকেছে। যদিও চিনপন্থী ওলি সরকার ভারতের বিরোধিতাই করে গেছে প্রথম থেকেই। প্রসঙ্গত বছর কয় আগে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপন্ন ওলি সরকারের পাশে চিন দাঁড়ানোয় সে যাত্রায় বেঁচে যাওয়া ওলি সরকার চিনের এমনই বশংবদ হয়ে পড়ে যে সেদেশ আমেরিকার আর্থিক অনুদানের মত প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিতে পিছপা হয়নি ।স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা এতে খুশি হয়নি ।আবার চিন প্রভাবিত ওলি সরকার মাঝে মাঝেই ভারতের সাথেও পায়ে পা দিয়ে দ্বৈরথে যাবার উস্কানি পেয়েছে চিনের কাছ থেকেই। পাকিস্তানের পর চিনের নতুন ক্রীড়নক নেপালের ওলি সরকারের উদ্যোগে ভারতের তিনটি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করে নেপালের নতুন মানচিত্রটি বছর খানেক আগে অনুমোদিত হয়েছিল সেদেশের সংসদের উচ্চকক্ষেও,ভারতের আপত্তি অগ্রাহ্য করে।

তবু পড়শি দেশ নেপালে প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক যে অঘটনই ঘটুক না কেন বৃহৎ প্রতিবেশি হয়েও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেনি ভারত। কারণ নেপালের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত খোলা ও কার্যত বাধাহীন আন্তর্জাতিক সীমান্ত। পাকিস্তানের আই এস আই চক্র নেপালের মাধ্যমেই জঙ্গিদের ভারতে অনুপ্রবেশ করে। নেপালের পশ্চিম সীমান্তে কিছু এলাকা নিয়ে ভারতের সাথে নেপালের সীমান্ত বিরোধ আছে। দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত অনেকটাই খোলা থাকায় স্বাভাবিকভাবেই আছে সীমান্ত-অনুপ্রবেশের সমস্যাও। সেকারণে গতবছর জেন জি দের দেশব্যাপী বিক্ষোভের ফলে ওলি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরপরই অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সেদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটির জরুরী বৈঠক বসেছিল। কিন্তু সেদেশে নৈরাজ্য ও এক রাজনৈতিক অস্থিরতার সূত্রপাত যখন হয় তখনও ভারত সেদেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ যেমন করেনি তেমনই সতর্ক নজর রেখেছিল দেশের জনসাধারণই যাতে গণতান্ত্রিক ভাবে নিজেদের অভীপ্সা পূরণ করতে পারে। সেজন্য সেদেশের শীর্ষ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি যিনি দেশের প্রথম মহিলা বিচারপতিও বটে, অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে অবস্থা সামাল দিতে আপদকালীন পদক্ষেপ হিসেবে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীরূপে হাল ধরেই প্রথমেই মার্চে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করায় দুর্ভাবনা দূর হয়েছিল। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে র‍্যাপার ও কাঠমাণ্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহর রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি(আর এস পি)জয়লাভ করায় তিনিই প্রধানমন্ত্রী হলে চিনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হয় বলে জানা গিয়েছিল যদিও সাম্প্রতিক এই বিপর্যয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে চাপান-উতোর আরম্ভ হয়েছে।

গোড়া থেকেই এশিয়ায় একছত্র আধিপত্যের অভিলাষী স্বৈরাচারী চিনের কাছে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী গনতান্ত্রিক ভারতবর্ষ।বিশ্ববানিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের অঙ্গ হিসেবে এদেশেরও অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে চিনের কিছু পদক্ষেপে সতর্ক ভারত কিছু নিবারণমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় চিন না-খুশ হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জি-৭ গোষ্ঠীকে বর্ধিত করে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব চিন সহজভাবে নিতে পারেনি, প্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষ সম্মান ও গুরুত্ব পেয়ে গেলে চিনের এশিয়ায় বড়দাদার ভূমিকা পাছে খর্ব হয় এই আশংকায়।

চিনের গ্লোবাল টাইমস পত্রিকায় তখন এ ব্যাপারে লেখা হয়েছিল - India plays with fire in spicing expansion of G-7. চিনের কর্তাদের শিরঃপীড়ার কারন বুঝতে অসুবিধা হয়না।

সঙ্গত কারণেই উন্নতিশীল এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কলকাঠি নাড়তে ও হস্তক্ষেপ করতে সদা তৎপর নয় শুধু আমেরিকার ডিপ স্টেট , ব্যবসায়িক স্বার্থে চিনও।

দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সাথে বাকী অংশের যোগাযোগের একমাত্র পথ শিলিগুড়ির কাছে 'চিকেনস নেক' যার উপর নজর আছে চিন এবং বাংলাদেশ ছাড়াও আরও কোন কোন বৃহৎ শক্তির যারা যেকোনভাবে যে কোনমূল্যেই হোক ভারতকে ভাঙ্গতে চায়। আন্তর্জাতিক সে খেলায় নেপাল নিঃসন্দেহে একইসঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ও গুটি হতে পারে তার ভৌগলিক অবস্থানের জন্য।

অতএব নেপালের কোন সমস্যা ভারতের কাছে শুধু এক পড়শি দেশের আভ্যন্তরীন সমস্যা নয় এর সাথে জড়িয়ে আছে যে সমস্যা তা এদেশের পক্ষেও বিভিন্নভাবে চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

সে সূত্রেই নেপালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও ভারত উদাসীন থাকতে পারে না ।এর অন্যতম কারন নেপালের মধ্য দিয়ে বহমান অধিকাংশ নদীই ভারতে প্রবেশ করে অন্যনামে মোহনার দিকে এগিয়েছে। যেমন ইদানীং বহুবার উল্লেখিত এবং টিভির পর্দায় প্রদর্শিত রুদ্ররূপে বহতা নেপালের ত্রিশূলী নদী এবং আর একটি নদী কালীগণ্ডকীর সাথে মিশে নেপালের মধ্যেই নারায়ণী নদী নামে বহে ভারতের বিহার রাজ্যে প্রবেশ করলে নাম হয় গণ্ডক।অর্থাৎ ত্রিশূলীর ওই বিপুল জলরাশি এক সময় নেমে আসবে গণ্ডক নদীতেও।এভাবে নেপালের বিভিন্ন নদীতে আকস্মিক জলস্ফীতির প্রভাব পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা এদেশের সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

নেপালের পক্ষ থেকে প্রথমে দাবি করা হয়েছিল যে চিনের তিব্বত অংশে কোন ভূতাত্ত্বিক বাঁধ বা কৃত্রিম পরিকাঠামো ভেঙ্গে এই মহা প্রলয় ঘটেছে যদিও কাঠমাণ্ডুর চিনা দূতাবাস এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।চিনের গ্লোবাল টাইমস পত্রিকায়ও সেই সরকারি বক্তব্যই তুলে ধরা হয়েছে।

চিনা প্রশাসন এবং মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউ এস জি এস) এর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী,এটি কোন বাঁধ ভাঙ্গার ঘটনা নয়, । নেপাল-তিব্বত সীমান্তের 'লাং তাং লিকং' হিমবাহের একটি বিশাল অংশ(প্রায় ২/৩ অংশ যার আয়তন প্রায় ৫০ একর) ধসে পড়ার কারণে সৃষ্ট প্রকাণ্ড কাদা পাথর ও বরফের স্রোত 'গ্লফ' (জিএল ও এফ) এই প্রলয় ডেকে এনেছে। তবে একটি বিষয়ে সবাই মোটামুটি একমত তাহল- অতিবৃষ্টিতে চিনের তিব্বতে বাঁধ ভেঙ্গে জল নেমেছিল নেপালে। আন্তর্জাতিক পার্বত্য সমন্বিত উন্নয়ন কেন্দ্র 'ইসিমোড' (আই সি আই এম ও ডি) এবং কাঠমাণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে যে উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ ভেঙ্গে হাজার হাজার টন বরফ ও পাথর পাহাড় থেকে ধসে 'লেন্দে খোলা' নদী অববাহিকায় পলে নদীটির স্বাভাবিক গতিপথ কিছু সময়ের জন্য রুদ্ধ হয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি হয়। পরবর্তীতে বিপুল জলের চাপে সেই হ্রদের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং ভয়াবহ বেগে কাদা পাথর ও জল নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে এবং এর ধাক্কায় ভোটেকাশী ও ত্রিশুলী নদী অববাহিকা অঞ্চলে তিমুরে ও সায়াব্রুবেসির মতো এলেকা প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প , সেতু ও বসতি এলাকা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। ওই রিপোর্টে আরও যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের সতর্কতা অন্তত পাঁচ মাস আগেই দেওয়া হয়েছিল। যদি তাইই হয়ে থাকে তবে নেপাল প্রশাসনের গাফিলতির দিকে স্বাভাবিক ভাবেই আঙ্গুল উঠবে।

যদিও কাঠমাণ্ডুর চিনা রাষ্ট্রদূতের বয়ান অনুযায়ী নেপালের এলাকায় ভূমিকম্পের কারণে এই ঘটনা, কিন্তু কোন কোন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, নেপালের দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণে হলেও ,তিব্বতে চিন নদীর জলপ্রবাহে যে রদবদল ঘটিয়েছে ,যে সব পরিকাঠামো নির্মান করেছে তার ফলে এই দুর্যোগের মাত্রা আরও অনেকগুন বেড়েছে। হিমবাহ থেকে হড়পা বান আকস্মিক নেমে আসা চিনের কার্যকলাপের জন্য নাহলেও, নদীর নীচের এলাকায় প্রলয়ে তার প্রভাব রয়েছে। ভূবিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, তিব্বতের সংবেদনশীল পাহাড়ি অঞ্চলে চিনের অনিয়ন্ত্রিত রাস্তাঘাট,বাঁধ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণকাজ প্রকৃতির ওপর বাড়তি চাপ স্রিষ্টি করেছে। এই কৃত্রিম পরিবর্তনের কারণেই হিমবাহ ধসের মতো প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো বহুগুণ শক্তিশালীও বিধ্বংসী রূপ নিয়ে নেপালের দিকে ধেয়ে এসেছে।

তবে চিনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল চিনের তিব্বতে (কেরুং কাউন্টি) যখন প্রথম জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, তখন চিনের পক্ষ থেকে ভাটিতে থাকা নেপালকে কোন আগাম সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়নি।যদিও নেপালের বর্তমান সরকারের সঙ্গে চিনের গভীর সম্পর্ক আজ আর গোপন নয়।তবু অভিযোগ উঠছে তিব্বতে বিপর্যয় ঘটার প্রায় ৪৫ মিনিট পর সেই জল নেপালের ভোটেকোশী নদীতে প্রবেশ করে। এই ৪৫ মিনিটের মধ্যে চিনের পক্ষ থেকে নেপাল সরকারকে কোন আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি।নাহলে লোক সরানোর জন্য আরও একটু সময় পেলে হয়ত আর কিছু লোককে বাঁচানো যেত।

প্রসঙ্গত চিন তিব্বত অঞ্চলে ইয়ালুং সাংপো (আসামে প্রবেশের পর যার নাম ব্রহ্মপুত্র) নদীর উপরেও ৬০ মেগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ তৈরির জন্য বাঁধ নির্মাণ করছে। ভূমিকম্প প্রবণ এই এলাকায় এই বিশাল বাঁধ নির্মাণ করে জল ধরে রাখার পরিকল্পনায় তা 'জলবোমা'র আকার নিতে পারে যা ভারতের পক্ষে এক উদ্বেগের বিষয়।

নেপালের সারাদেশে এখন হাই অ্যালার্ট জারী করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মারা গেছেন হাজারেরও বেশি মানুষ ।এর মধ্যে বিদেশিরাও আছেন।নিখোঁজের সংখ্যা দু'হাজার অতিক্রম করে গেছে । এর মধ্যে তিনশতাধিক ভারতীয়।খোঁজ নেই এ রাজ্যের ৩২জন পর্যটক সহ ৩৭ জনের ।প্রায় একশ জনের মত ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে। ভারত থেকে তিন দফায় বিমানে প্রচুর ত্রাণ সামগ্রী ও উদ্ধারকারী দল ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে।তবে নেপাল কিছু বেলি ব্রিজ নির্মাণে ভারত ও চিন উভয় দেশের কাছে সাহায্য চাইলেও উদ্ধারকার্যে আপাতত নিজেদের বাহিনীকেই লাগাতে চাইছে সঙ্গত কারণেই । যদিও ভারত এই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে সবরকম সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

প্রসঙ্গত দীর্ঘকাল রাজতন্ত্র উৎখাতের আন্দোলনের ফলে নেপালে রাজতন্ত্র হটিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন হলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল দেশের সাধারন মানুষ পাননি-যদিও ক্ষমতার অলিন্দে পরিবর্তন হয়েছে বারবার-এবং প্রচুর মানুষও প্রাণ হারিয়েছেন ইতিমধ্যে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভাবতে বাধ্য হয়েছেন যে তারা প্রতারিত হয়েছেন। একথা মনে রাখতে হবে নেপালে অন্যতম গুরুতর সমস্যা বেকারী । তার সাথে লাগামছাড়া দুর্নীতি-দীর্ঘদিন চিনপন্থী কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় থাকলেও। সাথে আছে বৃহৎ শক্তির গোপন কলকাঠি নাড়া। এর মধ্যে ক্ষুব্ধ তিতিবিরক্ত দেশবাসী বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছেন। গত প্রায় এক দশকের মধ্যে একাধিকবার ভূমিকম্প বন্যার তাণ্ডব দেশের উপর দিয়ে গেছে। ২০১৫ য় ব্যাপক ভূমিকম্পে প্রায় ১০০০০ মানুষের প্রাণ যায় ও অনেক ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও ইমারত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপর ২০২৩এ আবার প্রবল ভূমিকম্পে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।২০২৪ এ দেশ জুড়ে প্রবল বন্যায় দ্বিশতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এবারের বিপর্যয়ের শেষপর্যন্ত পরিণতি কি হবে তা এখনও বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি ইতিমধ্যে পৃথিবীর আরও কিছু দেশ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও।আশঙ্কা করা হচ্ছে আরও একটি হ্রদ ফেটে যাওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে।কারণ একটি তথ্য অনুযায়ী হিন্দুকুশ হিমালয়ে হিমবাহের বরফ দ্রুত গলছে।

পরিশেষে,নেপালের এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে প্রাথমিক চর্চায় বিভিন্ন ব্যাখ্যা উঠলেও এই মুহূর্তে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যই জরুরী বিধায় সঠিক বা নিশ্চিত কারণ অনুসন্ধান আপাতত মুলতুবি থাকলেও একথা হয়ত বলা যায় প্রকৃতি আরও একবার শিক্ষা দিয়ে গেল যে মানুষেরই অবিমৃষ্যকারী আচরণের(রাষ্ট্রিক অবিবেচনা) জন্যই প্রকৃতির রোষে বারবার বিপুল প্রাণহানি ও ব্যাপক ধংসলীলার অসহায় শিকার হচ্ছে মানুষই- যে ক্ষতি কোনভাবেই পূরণ হবার নয়।প্রশ্ন হলো প্রকৃতির এ চেতাবনিতেও সম্বিৎ ফিরবে কি!

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

যারা সাফল্যকে বড় করে দেখে তাদের কাছে ব্যর্থতাও বড় হয়ে ওঠে। জীবন তাদের কাছে ভারী ও কঠিন মনে হয়। আর যারা সাফল্যকে তত গুরুত্ব দেয় না, ব্যর্থতাতেও তারা মুষড়ে পড়ে না। জীবন স্বচ্ছন্দে চলে।

কোট-স্নানকোট

লালকেল্লায় আমার ভাষণ নিশ্চয়ই সকলে শুনেছেন। ওখান থেকে আমি একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়েছিলাম-দিমাগি নকশাল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনুযায়ী, যখন হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়া শুরু হয় তখন প্রাথমিকভাবে অসুখটা বেড়ে যায়। এভাবেই চিকিৎসা চলে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন

আমার বাংলা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সেহারাবাজারে অভিযান, নষ্ট বাজেয়াপ্ত খাবার, নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: খাবারের গুণগত মান বজায় রাখা এবং মেয়াদউত্তীর্ণ ভেজাল সামগ্রী বিক্রিতে রাশ টানতে এবার কড়া অবস্থান নিল প্রশাসন। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের সেহারাবাজারে আচমকা অভিযান চালাল ফুড সেফটি দপ্তর। মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, বিরিয়ানির দোকান থেকে শুরু করে ফলের দোকান ও মুদিখ ানা;একাধিক খাদ্য সামগ্রীর প্রতিষ্ঠানে একযোগে চলে এই চিরুনি তল্লাশি। অভিযানে খাবারের মান, রান্নাঘরের পরিবেশ ও

প্রয়োজনীয় লাইসেন্স খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বেশ কিছু অনুপযুক্ত খাবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং বহু ব্যবসায়ীকে নোটিশ ধরানো হয়। এদিনের অভিযানে আধিকারিকদের বিশেষ নজর ছিল খাদ্যসামগ্রীতে ব্যবহৃত রং এবং উপকরণগুলির ওপর। খাবারকে আকর্ষণীয় করতে ক্ষতিকারক ও নিষিদ্ধ রাসায়নিক রং ব্যবহার না করার জন্য কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা, বাসনের স্বাস্থ্যবিধি, খাবার সংরক্ষণের সঠিক পদ্ধতি এবং পরিবেশনের মান সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়।

অভিযান চলাকালীন মানহীন ও বাসি খাদ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে জনসমক্ষে নষ্ট করে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্যের গুণমান নিয়ে কোনো গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না জানিয়ে বহু অসাধু ব্যবসায়ীকে সতর্কতামূলক নোটিশ দেওয়া হয় এবং দ্রুত ফুড সেফটি লাইসেন্স করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই যৌথ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ফুড সেফটি অফিসার প্রদীপ্ত মণ্ডল, মনিরাজ পতি ও পাপিয়া মান্না। সঙ্গে ছিলেন খণ্ডঘোষ থানার পলেমপুর ফাঁড়ির আইসি আনোয়ার হোসেন, খণ্ডঘোষ ব্লকের বিডিও-র প্রতিনিধি অরিন্দম দত্ত-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা।

বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান পেলেন হিঙ্গলগঞ্জের শিক্ষক অলকেশ মৃধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: হিঙ্গলগঞ্জের শিক্ষক অলকেশের মুকুটে 'বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান ২০২৬'।

উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষক অলকেশ মৃধার দীর্ঘদিনের কাজের স্বীকৃতি মিলল রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। শিক্ষক দিবসে শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান এবং পরিবেশবান্ধব নানা উদ্যোগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান ২০২৬'-এ ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা ও হাতে-কলমে শিক্ষার যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে, তা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

২০০৫ সালে শ্রীচন্দ্রা মহেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসেবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন অলকেশ মৃধা। ২০১৮ সালের আগস্টে ওই বিদ্যালয়েই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্ব নেন। পরে ২০২০ সালে সন্তোষপুর বিদ্যামন্দির ফর বয়েজ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বিদ্যালয়কে পরিবেশ ও প্রকৃতি নির্ভর বাস্তব শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন তিনি। বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত জায়গায় ম্যানগ্রোভ গাছ লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে 'মিনি সুন্দরবন'। হিঙ্গলগঞ্জের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই উদ্যোগে পড়ুয়ারা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে সরাসরি ধারণা পাচ্ছে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বীজ সংরক্ষণের পাশাপাশি রয়েছে রুফটপ অ্যাকোয়াকালচার ব্যবস্থা। জল সংরক্ষণে চালু হয়েছে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তর পুনরুদ্ধারে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ সিস্টেম।

এই উদ্যোগের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যাও উল্লেখ যোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২০ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩৫ জন, ২০২৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫৫ জনে। বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপের পাশাপাশি জাতীয় স্তরের প্রদর্শনী ও কর্মকাণ্ডেও পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতা, নীতি শিক্ষা ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে যুক্ত করার এই দীর্ঘ প্রয়াসেরই স্বীকৃতি 'বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান ২০২৬'। এই সম্মান অলকেশ মৃধার ব্যক্তিগত অর্জনের পাশাপাশি হিঙ্গলগঞ্জের একটি বিদ্যালয়ের পরিবেশবান্ধব শিক্ষাভাবনারও স্বীকৃতি।

উদ্বাস্তু ও মতুয়াদের নাগরিকত্ব প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে: শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: উদ্বাস্তু ও মতুয়া সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। রবিবার দুর্গাপুরের ইস্পাতনগরীর বিধান ভবনে পশ্চিম বর্ধমান জেলা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের মতুয়া সেনার নতুন কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই ঘোষণা করেন তিনি।

শান্তনু ঠাকুর জানান, নাগরিকত্বের জন্য সরাসরি জেলা শাসকের কাছে আবেদন করা যাবে। খুব শীঘ্রই এই প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং জেলা শাসকদের মাধ্যমে আবেদন ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলেও দাবি করেন তিনি। তিনি আরও জানান, মতুয়া সেনার নতুন কমিটি শুধু সংগঠনগত কাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিভিন্ন সেবামূলক কাজের পাশাপাশি নাগরিকত্বের আবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করবে কমিটির সদস্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সোমা ঠাকুর, লক্ষ্মণ ঘোড়ুই, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ মতুয়া সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিষ্কারে উদ্যোগী বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘদিন ধরে জঞ্জাল ও আগাছায় ভরে থাকা মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ ফেরাতে উদ্যোগী হলেন স্থানীয় বিধায়ক। স্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বরকে বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও জোঁকের আতঙ্কমুক্ত করতে জেসিবি এবং বিশেষ মেশিন নামিয়ে শুরু হলো বিশাল সাফাই অভিযান। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি মেটাতে এই পদক্ষেপে সামিল হয়েছেন ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরাও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিতরে চারিদিকে দীর্ঘদিন ধরে নজরদারির অভাবে ঝোপঝাড়, লম্বা ঘাস ও জঙ্গল তৈরি হয়েছিল। এর ফলে হাসপাতাল চত্বরে বিষাক্ত সাপ, বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এবং জোঁকের উপদ্রব মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। চিকিৎসা করাতে এসে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হতো রোগী ও তাঁদের স্বজনদের। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পর মন্তেশ্বরের বিধায়ক সৈকত পাঁজা এবং

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিএমওএইচ ডঃ শোভানা পারভীন যৌথভাবে হাসপাতাল চত্বর সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন।

অভিযান চলাকালীন দেখা যায়, সাফাই কর্মীদের পাশাপাশি জেসিবি ও আধুনিক ঘাস কাটার মেশিন ব্যবহার করে দ্রুত গতিতে জঙ্গল কাটা ও নালা-ড্রেন পরিষ্কারের কাজ চলছে। বিধায়ক ও চিকিৎসকের এই তৎপরতায় দ্রুত স্বাভাবিক ও নিরাপদ চেহারা ফিরে পাচ্ছে হাসপাতাল চত্বর। উপস্থিত ছিলেন মন্তেশ্বরের বিধায়ক সৈকত পাঁজা, মন্তেশ্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার এবং মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিএমওএইচ-সহ প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকেরা। হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিষাক্ত প্রাণীর আতঙ্ক দূর করে চিকিৎসাপরিবেশ ফিরিয়ে আনার এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রোগী, পরিজন ও এলাকাবাসী।

গোপীবল্লভপুরে প্রশাসনের কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বাজারের খাবার কতটা নিরাপদ? রান্নাঘরে মানা হচ্ছে কি স্বাস্থ্যবিধি? খাবার তৈরির পরিবেশ থেকে শুরু করে খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ, সাধারণ মানুষের পাতে পৌঁছনোর আগে খাবারের নিরাপত্তার প্রতিটি ধাপ খতিয়ে দেখতে এবার গোপীবল্লভপুরে শুরু হল প্রশাসনের কড়া নজরদারি। শুক্রবার আচমকাই বিভিন্ন খাদ্য প্রতিষ্ঠানে হানা দিল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। গোপীবল্লভপুর বাজারে এদিন একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকান ও মিষ্টির দোকানে যৌথভাবে অভিযান চালানো হয়। প্রায় ২০টি ছোট-বড় খাদ্য প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা। খাবারের গুণমানের পাশাপাশি রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা, খাবার তৈরির পরিবেশ, খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণের পদ্ধতি, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার, পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, রান্নার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামের পরিচ্ছন্নতা এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। বিশেষ করে কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদা করে রাখা হচ্ছে কি না, খাদ্যসামগ্রী ঢেকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না এবং দীর্ঘক্ষণ রাখা খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না;সেদিকেও নজর দেন আধিকারিকরা। কারণ খাবারের মান শুধু উপকরণের গুণমানের উপর নির্ভর করে না, রান্নাঘরের পরিবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ জল এবং সঠিক সংরক্ষণ ব্যবস্থাও খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, খাবারে ভেজাল বা নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের পাশাপাশি অপরিচ্ছন্ন রান্নাঘর, অনিরাপদ জল, অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্যসামগ্রী ভুলভাবে সংরক্ষণ থেকেও নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই শুধু খাবারের স্বাদ বা বাহ্যিক মান নয়, খাবার তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটিই নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। এদিন বেশ কিছু হোটেল ও রেস্তোরাঁর রান্নাঘর এবং সামগ্রিক পরিবেশ সন্তোষজনক বলে জানান আধিকারিকরা। তবে কোথাও কোনও ধরনের ঘাটতি বা অনিয়ম চোখে পড়লে তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ধরনের আচমকা পরিদর্শন ও নজরদারি বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। শুধু অভিযান চালিয়েই থেমে না থেকে আগামী দিনেও গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার বিভিন্ন খাদ্য প্রতিষ্ঠানে আচমকা পরিদর্শন চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে। অভিযানে সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সুমন দাস, গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং-সহ খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রশাসনের এই নজরদারিতে একদিকে যেমন খাদ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে, তেমনই বাজারের খাবারের মান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সাধারণ মানুষের আস্থাও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-01 of 2026-27 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 5 nos. various locations Repairing work under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: 07.09.2026 at 9.00 am. Closing Date: 14.09.2026 at 9:00 a.m. For more information, visit: www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in
Sd/- Administrator/
Executive Officer,
Basirhat Municipality

ভেজাল তেল বিক্রির চক্রের পর্দা ফাঁস পুরশুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নামী কোম্পানির মোড়কে ভেজাল তেল বিক্রির বড়সড় চক্রের পর্দা ফাঁস হলো হুগলির পুরশুড়ায়। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও ব্লক প্রশাসনের অভিযানে মিলল বড় সাফল্য। ১১ লক্ষ টাকার ভেজাল তেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বড় বড় কোম্পানির নাম লেখা টিনে ভেজাল তেল ভর্তি করার পর সিল করে দিনের পর দিন বাজারে বিক্রি করা চলছিল। রবীন্দ্রনাথ সাধুখাঁ নামে এক ব্যবসায়ী এই কারবার চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। পুরশুড়া বাজারে ব্যবসায়ীর গোডাউনে আচমকা হানা দিয়ে ৪৭০ টিন ভেজাল তেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তেলের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাব টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এখন হানা দিচ্ছেন বিভিন্ন খাবারের দোকানে। সেই মতো পুরশুড়াতেও ফুড সেফটি আধিকারিকরা হানা দেন তেল কারখানায়। সেখান থেকে ৪৭০টি টিনভর্তি ভেজাল তেল বাজেয়াপ্ত করা হয়। এছাড়াও হুগলির তারকেশ্বরের একটি চানাচুর কারখ ানায় পরিদর্শনে গিয়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যায় তারকেশ্বর থানার পুলিশ। ওই কারখ ানার মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন খ াদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন দুপুরে তারকেশ্বরের মুক্তারপুর এলাকায় একটি চানাচুর কারখানায় হানা দেয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিক। কারখানার ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার মালিক রীতিমতো তর্কবিতর্ক শুরু করে দেন। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে এমনকী আধিকারিকদের ধমক-চমক দিতেও দেখা যায় ওই কারখানার মালিককে। এমনকী ছুটির দিন (রবিবার) কেন খাদ্য দপ্তরের

আধিকারিকরা এসেছেন সেই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন দোকানের মালিক। খাদ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, আইন অনুসারে যে কোনও সময়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা পরিদর্শনে যেতে পারেন। সেইমতো রবিবার ওই কারখানায় যাওয়া হয়েছিল। চানাচুর তৈরির সময়ে যে উপাদান দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি খাদ্যযোগ্য কি না, কোনও অস্বাস্থ্যকর কিছু প্যাকেটজাত করা হচ্ছে কি না সেটা দেখতেই অভিযান। বিশ্বজিৎ বলেন, 'এখানে অভিযানে এসে আমাদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। আমাদের সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকরা রয়েছেন। তাঁরা বিষয়টি দেখছেন। আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।' যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কারখানার মালিক বংশীবদন দোলুই।

ডিএনএ পরীক্ষা করে মায়ের সন্ধান না পেয়ে নেপাল থেকে ফিরতে হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডিএনএ পরীক্ষা করেও মায়ের সন্ধান না পেয়ে শূণ্য হাতেই ফিরতে হলো নেপালের হড়পা বানে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া চন্দননগর হরিদ্রাডাঙার বাসিন্দা প্রাক্তন স্কুল শিক্ষিকা শিপ্রা রায় পাটারির দুই ছেলেকে। মনের মধ্যে আশঙ্কার পাহাড় জমে থাকলেও ক্ষীণ আশা নিয়ে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নেপালে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। সেই খবর পাওয়ার পর আবারও হতাশা নেমে এসেছে গোটা পরিবারে। গত ২১ অগস্ট কলকাতার একটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে নেপালে বেড়াতে গিয়েছিলেন শিপ্রা রায় পাটারি। এই রবিবার তাঁর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। নেপাল থেকে ফিরেই আমেরিকায় ছেলের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। তার বদলে মায়ের খোঁজে আমেরিকা থেকে তড়িঘড়ি ফিরে আসতে নিখোঁজ শিপ্রার দুই ছেলে অনীক ও নিলয়কে। নেপালে গিয়েও অবশ্য খুব একটা লাভ হয়নি। তবে সেখানকার বিধ্বংসী চেহারা নিজের চোখে দেখে এসেছেন তাঁরা। দুই ভাই জানিয়েছেন, নেপালের যে সব এলাকা দিয়ে হড়পা বান নেমেছে সেখানকার অবস্থা ভয়াবহ। সেই ধ্বংসলীলা দেখার পরে তাঁরা মানসিক ভাবে এখন বিপর্যস্ত। এ দিন দুই ভায়ের কেউ,ই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না। কাকা বাবলু পাটারি জানান, তাঁর বড় দাদা রবীন্দ্রনাথ এবং বৌদি শিপ্রা, দু'জনেই এক সময় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। দাদা,বৌদি দু'জনেই কৈলাস সরোবর ভ্রমণে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু বয়সের কারণে দাদা বাদ পড়ে যান। সেটা শুনে বৌদি ট্যুর বাতিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দাদাই জোর করে বৌদিকে পাঠান। তিনি এ দিন বলেন, 'হড়পা বানে নেপালের বিপর্যয়ের ছবি দেখার পরে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, বৌদিরা যাতে অক্ষত ভাবে বাড়ি ফিরে আসেন। অনেক আশা নিয়েই ভাইপোরা মায়ের খোঁজখবর করতে তড়িঘড়ি করে নেপালে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি দেখে এসে ভাইপোরা বলল, কোনও আশা নেই।' বাবলু পাটারি জানিয়েছেন, তাঁর দুই ভাইপো নেপালে গিয়ে প্রথমে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তারপরে বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে মৃতদের যে ছবি টাঙানো রয়েছে, তার সঙ্গে মায়ের মুখ মিলিয়ে দেখেন। ডিএনএ পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা দিয়ে এসেছেন দুই ভাই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মায়ের কোনও সন্ধান দিতে পারেনি নেপাল প্রশাসন। তাঁর কথায়, 'বৌদির মতোই বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের পরিজনরাও নেপালে প্রিয়জনের খোঁজ নিতে যাচ্ছেন। ভাইপোদের কাছেই শুনলাম, নেপালের বিভিন্ন হাসপাতালে ও পুলিশ মর্গে মৃতদের ছবি টাঙানো আছে। অনেকেই তার সঙ্গে নিখোঁজদের ছবি মিলিয়ে দেখছেন। চারিদিকে শুধু হাহাকার আর কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।'

আসানসোলে ইন্ডোর-আউটডোর স্টেডিয়ামের চিন্তাভাবনা পুরমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রবিবার আসানসোল বিদ্যাসাগর ময়দানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বীরাঙ্গনা বাহিনীর মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। ৮টি মহিলা ফুটবল দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতার মুখ্য অতিথি ছিলেন রাজ্যের পুরো ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, 'বর্তমান যুগে মহিলারা পুরুষের থেকে কোনও অংশে কম নয়। বিশ্বের ছোট ছোট দেশ যেখ

ানে আন্তর্জাতিক স্তরে ফুটবল খে লায় খ্যাতি অর্জন করছে, সেখানে ভবিষ্যতে ভারতের খেলোয়াড়রা বিশ্বের বুকে অনন্য নজির সৃষ্টি করবে।' মন্ত্রী বলেন, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি স্টেডিয়াম করার পরিকল্পনা রয়েছে। একটি উন্মুক্ত স্টেডিয়াম করার পরিকল্পনা রয়েছে এস বি গড়াই রোড সংলগ্ন কোনও ময়দানে, অপরটি মহিসিলায় ইন্ডোর স্টেডিয়াম। উল্লেখ্য, এই দিন ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে এসে, খেলোয়ার ও অতিথিদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি ফুটবল জালবন্দী করেন তিনি।

কালনায় 'দশভুজা' হস্তশিল্প প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুজোর আগেই সৃজনশীলতা, স্বনির্ভরতার স্বপ্ন এবং বাঙালি নারীর হাতের জাদুর মেলবন্ধন ঘটল কালনায়। হরেক রকমের সুগন্ধী মোমবাতি, হাতে তৈরি গয়না, শাড়ি-কুর্তি থেকে মুখরোচক খাবার; সব মিলিয়ে জমজমাট পরিবেশ কালনার রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাঠে। শনিবার থেকে সেখানে আয়োজিত হয়েছে মহিলাদের বিশেষ উদ্যোগ 'দশভুজা' হস্তশিল্প প্রদর্শনী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উঠে এল নারীদের স্বাবলম্বী করার এক নতুন বার্তা শুধু সরকারি সাহায্য বা 'অন্নপূর্ণা' প্রকল্পের অনুদান নয়, মহিলারা চান নিজেদের কাজ দিয়ে ব্যবসা বাড়িয়ে স্বনির্ভর হতে। প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। প্রায় ২০টি স্টলে গৃহবধূ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মহিলারা তাঁদের তৈরি নানাবিধ সামগ্রী নিয়ে অংশ নিয়েছেন। উদ্যোক্তাদের তরফে অনিন্দিতা দত্ত ঘোষ জানান, সংসার সামলানোর পাশাপাশি বহু মহিলার মধ্যেই নানা ধরনের হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। সেই প্রতিভাকে বাণিজ্যিক রূপ দিয়ে মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্বাধীন করে তোলাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। এদিনের প্রদর্শনীতে নদিয়ার শান্তিপুর থেকে এসে স্টল দিয়েছেন প্রিয়াংকা সাহা ঘোষ। তাঁর তৈরি বিশেষ পরিবেশবান্ধব মোমের সামগ্রী ও রকমারি মোমবাতি দর্শনার্থীদের বিশেষ নজর কেড়েছে। কালনায় বাপের বাড়ি হওয়ায় জন্মভিটেতে এসে নিজের কাজের পসরা সাজাতে পেরে উচ্ছ্বসিত তিনি। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কালনার মাঠে প্রতিদিন চলবে এই 'দশভুজা' প্রদর্শনী।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
e-Tender No. 05/DCF/URF/2026-27, 11/DCF/URF/2026-27, 13/DCF/URF/2026-27 & 09/DCF/URF/2026-27
The undersigned invites e-Tender from eligible contractors/suppliers for Avenue Plantation Creation with Planter Box at ward 63 and 70, Creation of Avenue Plantation at Roads, Institutions and parks under ward 71 & Avenue Plantation Creation with Planter Box at Ward 71 and 72, Creation of Avenue Plantation at Roads, Institutions and parks under ward 73 under Massive Urban greening Programme in Bhawanipur KMC area of Calcutta South Range under URF Division. Details can be seen at https://wbtenders.gov.in Date of Publication 09.09.2026. The closing date of e-tender is 23.09.2026. Sd/- DCF/ URF Division.
ICA- T17174(3)/2026

কার্তিক মহারাজের মমতা-কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে তার আনন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ১২৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন কার্তিক মহারাজ। ধর্মীয় আবহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু ভক্ত ও বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কার্তিক মহারাজ। সেখানেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উঠে আসায় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা। কার্তিক মহারাজের বক্তব্যকে ঘিরে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন সমীপে
৭ম তল, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধির উপ-বিধি (৫)-এর দফা (এ)-এর সম্পর্কিত বিষয়ে
এবং
বেশমে ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
(পূর্বতন শ্রী বেশমে ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
রেজিস্টার্ড অফিস AG/1D, রাজারহাট, নিউ টাউন, উৎসা কনডোভিলা, ফ্ল্যাট নং-LX40503, রিলায়েন্স ফ্রেশ-এর নিকট, কলকাতা-৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
...আবেদনকারী
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, মুম্বই অধিক্ষেত্র অধীন, তার নিবন্ধিত কার্যালয় পরিবর্তন করার সুবিধার্থে, সোমবার, ৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় পাস করা বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির সংঘ স্মারক -এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২ এবং ১৩ এবং অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, এবং ততধীন প্রণীত বিধিমালার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতার কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার আপত্তিপত্র রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এর কাছে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা সশরীরে বা রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন, যার একটি কপি নিচে উল্লিখিত আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : AG/1D, রাজারহাট, নিউ টাউন, উৎসা কনডোভিলা, ফ্ল্যাট নং-LX40503, রিলায়েন্স ফ্রেশ-এর নিকট, কলকাতা-৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ
আবেদনকারীর পক্ষে
বেশমে ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
(বিনীত ভাগচন্দকা)
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা
ডিআইএন - ০০৩০৮৭৮১

কোন্নগরে পালিত হল প্রাচীন ব্যানার্জি বাড়ির নন্দোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কোন্নগরের কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সুকান্ত পল্লী গ্রামে, সাবেকি ব্যানার্জি তথা বনেদি বাড়ির জন্মাষ্টমী পূজা মহা ধুমধাম এর সাথে পালন করা হয়। শনিবার ও এই পূজা চলে, সঙ্গে নন্দ উৎসব ও পালন করা হয়। জানা গেছে পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায়, পাজি পুতি পাড়ায়, প্রথমে জন্মাষ্টমী পূজা শুরু হয়। দেশভাগের পর ব্যানার্জি পরিবার এখানে চলে আসার পরও এই পুজো বন্ধ হয়নি বলে জানান নতুন প্রজন্মের সদস্য অনামিকা ব্যানার্জি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছরের মতো ৫৬ ভোগ এবং শ্রীকৃষ্ণের পছন্দ অনুসারে ননী, ক্ষীর, মিষ্টি, পোলাও, নোনতা পোলাও, বাসন্তী পোলাও, ঘি ভাত, ১৮ রকমের ভাজা, ২১ রকমের ফল-সহ তুলসী নিবেদনে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায়, মহাসমারোহে সেজে ওঠে ব্যানার্জি বাড়ির নন্দ উৎসব তথা জন্মাষ্টমীর সাজ।

ফুলের মধ্যে পদ্ম, গেঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, টগর, করবি, টিউলিপ, সূর্যমুখী, বেলী, জুই, কদম ফুল সকল রঙিন ফুলের সাজে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ অর্থাৎ গোপালকে সাজানো হয়। একটি শিশুর জন্ম থেকে যা যা নিত্য প্রয়োজনীয় আমরা দিয়ে থাকি যেমন মশারি, বালিশ, চাদর, দোলনা, খেলনা,কেক, মিষ্টি, পায়েস, সকল কিছু দিয়ে পুত্র রূপে-সাজানো হয় গোপাল কে। এমনকি হাতে তৈরি পিঠে, মালপোয়া, তালের লুচি, তালের বড়া, ছাড়াও কেক কাটা হয় সন্তান জ্ঞানে। বর্তমান গৃহকর্তী পারুল ব্যানার্জি বলেন, 'সব রকম ফল, পোলাও, তালের বড়া, মাখন, মোহনভোগ ইত্যাদি খাবার রান্না করে দেয়া হয় গোপালকে। গোপালের পরনে ধুতি, মাথায় মুকুট, গলার হার, কানের দুল, হাতে বালা, কোমরের কটি বন্ধন পায়ে নুপুর পরানো হয়। এই উপলক্ষে ব্যানার্জি বাড়িতে জন্মাষ্টমীর ভক্তরা আসতে থাকে। কৃষ্ণের মঞ্চ আলোক মালায়, সেজে ওঠে। ফুল দিয়ে সাজানো হয় ছোট গোপালকে। রাতে প্রায় চার শত মানুষকে খাওয়ানো হয়। এরপর ছোট্ট বালক, বালিকাদের ভোজন করানো হয়। রাতে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দেওয়া হয়। এতে থাকে কেশর-সহ দুধ, লুচি, আলুর দম, পরমান্ন এবং আখরোট, আমন্ড, পেস্তা বাদাম।' ভক্তদের কাছ থেকে শোনা যায় ব্যানার্জি পরিবারের কোনও একজনকে ছোট্ট কৃষ্ণ স্বপ্ন দেখি য়েছিলেন। এরপর থেকেই চলছে বছরের পর বছর জন্মাষ্টমী ব্রত। কথিত আছে এই দিনটাই ছোট্ট কৃষ্ণকে হাসতে দেখেন সবাই। নতুন প্রজন্মের, ঈশানি ব্যানার্জি, অশোক ব্যানার্জি, মঞ্জু ব্যানার্জি, অনিমা পাইন, প্রীতম বেরা, পায়েল বেরা, প্রতিমা শীল এবং সোমা চক্রবর্তীরা বলেন, 'আমাদের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ বা রাধেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপালের অবস্থান এই মনোভাবকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে ভক্তি প্রেমের ভাবধারা গড়ে তুলতে এবং শিশুদের মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান কল্পনা করে জীব সেবায় নিয়োজিত হতে হবে আমাদের সকলকে।'

হুমায়ুনকে ঘিরে বিজেপির বিক্ষোভ

শাসনে তৃণমূলের একাধিক পার্টি অফিসে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শাসন: বারাসাত-২ নম্বর ব্লকের শাসনের খড়িবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবিরকে ঘিরে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। মিটিংয়ে যোগ দিতে এলাকায় আসা হুমায়ুন কবিরকে ঘিরে বিজেপি কর্মীরা 'গো-ব্যাক' স্লোগান দিতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শাসন থানার পুলিশ। অভিযোগ, বিক্ষোভের পরেই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কয়েকটি পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এভাবে পার্টি অফিসে হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে তৃণমূলের আমলে শাসন অশান্ত ছিল। এখন ফের মিটিং করে নতুন করে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই কারণেই হুমায়ুন কবিরকে অনুরোধ করে মিটিং করতে বারণ করা হয়েছিল বলে তাঁদের দাবি। যদিও পুলিশের বক্তব্য, ঘটনার পিছনে অন্য কোনও বড় কারণ রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। জেলা পুলিশ সুপার জে. মার্সি জানান, নির্দিষ্ট সময়ের তুলনায় দেরিতে মিটিংয়ে আসার কারণে কিছু লোক বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ তাঁকে নিরাপদে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে পাঠিয়ে দেয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ, রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিজেপির এই ধরনের বিক্ষোভ ও পার্টি অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বন্যাবিধ্বস্ত খানাকুলে পরিদর্শনে সেচমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রবিবার ছুটির দিনেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে আরামবাগ মহকুমায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী অরূপ কুমার দাস। তিনি আরামবাগ মহকুমা শাসক দপ্তরে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। তারপর পুরশুড়ার বালিপুরে নদীর জলস্তরের পরিস্থিতি দেখেন। ত্রাণ শিবিরে এসে ত্রাণ বিলি করেন। পরে খানাকুলের পোল-১, জগৎপুর, এলাকায় যান। সেখানে এখনও জল আছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। এখনও বহু জায়গায় ঘরের ভিতরে জল আছে। সেই সব এলাকায় যান তিনি। এদিন প্রশাসনিক বৈঠক করেন মন্ত্রী অরূপ দাস। সেখানে হাজির ছিলেন এলাকার বিধায়ক, হুগলি জেলা শাসক খুরসিদ আলি কাদেরি, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কুনওয়ার ভূষণ সিং, সেচ দপ্তরের সচিব ওঙ্কার সিং মিনা-সহ একাধিক আধিকারিক। বৈঠক শেষে তিনি বন্যা প্লাবিত খানাকুলের বেশ কয়েকটি স্থানে যান। বন্যা পরিদর্শন করেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, 'ডিভিসি একটু বেশি জল ছাড়ায় অনেকেই অসুবিধায় আছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসন দুর্গত মানুষের পাশে সবসময় আছে। আমাদের বিধায়করাও এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। মানুষের পাশে থাকার জন্য আমরা বদ্ধ পরিকর। সমস্ত বাঁধের অবস্থা পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেন।' যদিও মন্ত্রী কিছুটা হলেও ডিভিসিকেই দায়ী করলেন। মন্ত্রী বলেন, 'ডিভিসি একটু বেশি জল ছাড়ায় অনেকেই অসুবিধায় আছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসন দুর্গত মানুষের পাশে সবসময় আছে। আমাদের বিধায়করাও এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। মানুষের পাশে থাকার জন্য আমরা বদ্ধ পরিকর।'

এদিকে ডিভিসি জল ছাড়ার পরিমাণ কমানোয় খানাকুলে বন্যা পরিস্থিতির নতুন করে অবনতি হয়নি। তবে জলযন্ত্রণা, দুর্ভোগ অব্যাহত রয়েছে খানাকুলের মানুষের। এখনও গ্রামের পর গ্রাম জলমগ্ন, বিচ্ছিন্ন রাস্তাঘাট। জল পেরিয়েই যাতায়াত চলছে। যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা। খানাকুলের ৪ থেকে ৫টি স্কুল জলমগ্ন হয়ে পড়ায় বন্ধ পঠনপাঠন। আবার কোথাও স্কুল খোলা থাকলেও ছাত্র ছাত্রীদের জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে খানাকুলে ৬৫টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে রান্না করা খাবার দুর্গতদের পরিবেশন করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে পাখির চোখে খানাকুলের বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: উপভোক্তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতারণার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে পালিত হল উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সপ্তাহ। সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচির পর রবিবার বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় জেলা পরিষদের ক্ষুদিরাম পরিকল্পনা ভবনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ-সহ দপ্তরের আধিকারিকরা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে তাঁদের ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং কোনও পণ্য কেনা বা পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতারিত হলে কীভাবে অভিযোগ জানাতে হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও পরিষেবা পাওয়া গেলেও সেগুলি কেনার সময় অনেকেই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেন না। এর ফলে পরবর্তীতে প্রতারণা বা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। কোনও পণ্য কিনে ঠকে গেলে অথবা কোনও পরিষেবা গ্রহণ করতে গিয়ে প্রতারিত হলে নীরব না থেকে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরে অভিযোগ জানানোর আবেদন রাখা হয়। বিশেষ করে সোনার গয়না কেনার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন তা সহজভাবে বোঝাতে অনুষ্ঠানে একটি সতর্কতামূলক নাটিকা প্রদর্শন করা হয়। সোনার গয়না কেনার সময় হলমার্ক, বিশুদ্ধতা, বিল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করে নিতে দর্শকদের পরামর্শ দেওয়া হয়। একইভাবে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার কেনা ও গ্রহণের সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, তা নিয়েও বিশেষ ডেমোনস্ট্রেশন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সচেতনতামূলক নাটক ও প্রদর্শনী উপভোগ করে। কোনও পণ্য বা পরিষেবা গ্রহণের আগে তার গুণমান, দাম, বিল, গ্যারান্টি-ওয়ারেন্টি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করে নেওয়া উচিত। আয়োজকদের আশা, এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ আরও সচেতন হবেন এবং বাজারে কোনও পণ্য বা পরিষেবা গ্রহণের সময় নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকবেন।

বালুরঘাট বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সরকারি সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার অভিযোগে রবিবার বালুরঘাট বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁদের মূল অভিযোগ, দীর্ঘ ৫-৬ বছর ধরে তারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও ক্যাশ ক্রেডিট লোন ছাড়া অন্য কোনও সরকারি সরকারি সুবিধা তাঁদের দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি পশুপালন বা মুরগি পালনের মতো সরকারি প্রকল্পের সুযোগও তারা পাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। এই সমস্যা ও বকেয়া হিসাব মেটানোর দাবি নিয়ে রবিবার বিডিও অফিসে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। তবে বৈঠকের পরও সমস্যার কোনও সন্তোষজনক সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন মহিলারা। এরপর তাঁরা বিডিও অফিসের গেটের সামনে জড়ো হয়ে সোচ্চার হন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন গিরিধারী দলের সদস্য ঝুমু রায় জানান, 'দল গঠনের সময় সরকারি সমস্ত সুবিধা দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৬-৭ বছর কেটে গেলেও সিসি লোন ছাড়া আমরা কিছুই পাইনি। আমাদের গ্রামের সংঘ থেকে পশুপালন, মুরগিপালনের মতো সুযোগ-সুবিধাগুলো বিষয়েও পরিষ্কার তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। বৈঠকে বাজেটের হিসাব মুখে বলে দেওয়া হলেও আমরা লিখিতভাবে তার স্পষ্ট হিসাব দাবি করছি।' ঘটনাস্থলে উত্তেজনা ছড়ালে খবর পেয়ে পৌঁছয় বালুরঘাট থানার পুলিশ প্রশাসন। পুলিশি হস্তক্ষেপে এবং মহিলাদের সাথে আলোচনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

একসময়ের শতাধিক পড়ুয়ায় মুখরিত স্কুল আজ ভূতুড়ে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: একসময় শতাধিক পড়ুয়ার কোলাহল, এখন ভূতুড়ে স্কুল! ৫, ৬ বছর তালাবন্ধ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মদের ঠেকের অভিযোগ, ফের স্কুল খোলার দাবিতে সরব সাকচুড়ার মানুষ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট-১ ব্লকের সাকচুড়া বাগুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাকচুড়া গ্রামের ঘটনা। একসময় শতাধিক পড়ুয়ার কোলাহলে মুখরিত ছিল স্থানীয় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। বর্তমানে দীর্ঘ প্রায় ৫, ৬ বছর ধরে স্কুলটি বন্ধ থাকায় পরিত্যক্ত ভবনটি পরিণত হয়েছে ভগ্নস্তূপে।

স্থানীয়দের দাবি, ২০০০ সালে বাম আমলে প্রায় ২৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে একতলা ভবনে স্কুলটির পথচলা শুরু। পরবর্তীতে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকায় তৃণমূল সরকারের আমলে তৈরি হয় আরও একটি দোতলা ভবন। একসময় শতাধিক ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশোনা করত। তবে ধীরে ধীরে পড়াশোনার মান ও মিড-ডে মিলের গুণগত মান নিয়ে অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ ওঠে। ফলে অনেকেই সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করান। ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় স্কুলে পড়ুয়াদের আসা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আর স্কুলটি স্বাভাবিকভাবে চালু হয়নি।

দীর্ঘদিন তালাবন্ধ থাকায় স্কুলের দরজা-জানলা ভেঙে পড়েছে। ভিতরের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি ও লুটের অভিযোগও রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিত্যক্ত ভবনটিতে মদের ঠেকও তৈরি হয়েছে। ভবনটিকে ঘিরে বড় বড় বটগাছ ও আগাছা ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে স্কুল ভবন সংস্কার করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করা হোক। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের কাছে এই আবেদনই এখন সাকচুড়াবাসীর।

বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জের, বউদিকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে নিজের বউদিকে কুড়ুল দিয়ে গলা কেটে খুন করার অভিযোগ উঠল দেওরের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত দশটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রামনগর বাইচা এলাকায়। এই ঘটনার পর ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা অভিযুক্তকে ধরে বাসের সঙ্গে বেঁধে রাখে। পরে এই খুনের ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে ঘটনার তদন্তে আসেন চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সুমিত কুমার ঘোষ সহ অন্যান্য অফিসারেরা। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। সেখান থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এই খুনে ব্যবহৃত কুড়ুলটি উদ্ধার করেছে। রাতেই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত মহিলার নাম অমৃতা ওঁরাও (২৭)। ধৃত দেওরের নাম পাঁচু ওরাও। পরকিয়ার জেরে খুন বলে প্রাথমিক ভাবে পুলিশের ধারণা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত মহিলার দুই নাবালক ছেলে রয়েছে। তার স্বামী নন্দলাল ওঁরাও ভিন রাজ্যের দিনমজুর। তাই ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। দুই নাবালক ছেলে ঠাকুমার সঙ্গে পাশের গ্রামে বাউলের গান শুনতে গিয়েছিলেন। রাতে ফাঁকা বাড়িতে উঠোনে রান্না করছিল অমৃতা। সেই সময় দেওর পাঁচু সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি হয়। আচমকা পিছন থেকে ধারালো কুড়ুল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে পাঁচু। তাঁর গলা কেটে খুন করে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে অমৃতা। বিরাট পুলিশ বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। ততক্ষণে গ্রামবাসীরা অভিযুক্তকে ধরে ফেলে বেঁধে রাখে। পরে পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হয়। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান করা হচ্ছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এখানে ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পুজোর পবিত্রতা বজায় রেখে যক্ষ্মামুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: দুর্গাপুজোর পবিত্র পরিবেশ বজায় রাখার সঙ্গে সমাজকে যক্ষ্মামুক্ত করার জনসচেতনতা গড়ে তোলার বার্তা উঠে এল খড়্গপুরে আয়োজিত এক বিশেষ কর্মসূচিতে। রেশমি গ্রুপের উদ্যোগে আয়োজিত যক্ষ্মা সচেতনতা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময় পুজোমণ্ডপের পবিত্রতা রক্ষার বিষয়টিও তুলে ধরেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। দুর্গাপুজোর সময় প্রতিমা ও পুজোমণ্ডপের আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি না করার ক্ষেত্রে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'ধর্মীয় স্থান ও পুজোমণ্ডপের পরিবেশের নিজস্ব পবিত্রতা রয়েছে। তা বজায় রাখতে পুজোমণ্ডপের আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রির পরিবর্তে পৃথক স্থান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।' তাঁর বক্তব্য, 'বাংলার সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাসে মাছ-মাংসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে ধর্মীয় স্থানগুলির মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'পুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও অন্যতম বড় উৎসব। তাই উৎসবের পরিবেশ যাতে সকলের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসকে সম্মান করে, সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরি।' এদিনের অনুষ্ঠানের মূল বিষয় অবশ্য ছিল যক্ষ্মা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যক্ষ্মামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার বার্তা দেওয়া। যক্ষ্মা একটি প্রতিরোধযোগ্য ও নিরাময়যোগ্য রোগ হলেও এখনও

সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই রোগ নিয়ে ভয়, ভুল ধারণা ও সামাজিক সংকোচ রয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে সেই পরিস্থিতি দূর করে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ানো এবং সময়মতো চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিন যক্ষ্মায় আক্রান্ত কয়েকটি পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তাও তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. সৌম্য শংকর সারেঙ্গী, বিধায়ক রমাপ্রসাদ গিরি, প্রশাসনের আধিকারিক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান রেশমি গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ভাস্কর চৌধুরী।

বাঁকুড়ার গ্রামে বুনো হাতির তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বড়জোড়ার পর গঙ্গাজলঘাটির গ্রামে বুনো হাতির তাণ্ডব। শনিবার রাতে আচমকা ২টি দাঁতাল উত্তর বাঁকুড়া বন বিভাগের গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জের বাঁকদহ গ্রামে ঢুকে গৃহস্থ বাড়িতে হানা দেয়। ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের বাসিন্দা বাবলু ঘোষের বাড়ির পাঁচিলের একাংশ ভেঙে দেয় হাতি ২টি। উঠোনে কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালিয়ে সবজি পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে। তারপর শুঁড় দিয়ে বাড়ির মূল গেটও ভেঙে দেয়। তারপর পাশের সবজির মাঠেও ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে বলে জানান বাবলু ঘোষ। স্থানীয়দের দাবি, বাঁকদহ জঙ্গল লাগোয়া এলাকা হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই হাতির আনাগোনা রয়েছে। কখনও বাড়ি ভাঙছে, কখনও ফসল নষ্ট করছে, আবার কখনও লোকালয়ের ভিতরে ঢুকে পড়ছে দাঁতাল বাহিনী। ফলে সন্ধ্যার পর থেকেই আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। হাতি আতঙ্কের প্রভাব পড়ছে গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনাতেও। হাতির ভয়ে অনেক পড়ুয়াই বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছে না। অন্ধকার নামলেই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে পরিবারগুলিকে। হাতির সমস্যা দীর্ঘদিনের হলেও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পাওয়ার পর রবিবার গঙ্গাজলঘাটি বিট অফিসের থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বাবলু ঘোষের বাড়িতে যান বনকর্মীরা। তাঁরা ক্ষতি পরিমাণ ও পরিস্থিতি দেখে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে বলেন বাবলু ঘোষকে। আবেদন করলে নিয়মানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বন কর্তারা।

বুদবুদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি রদ, এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া সমস্ত বৈধ ভোটারদের পুনরায় নাম তালিকাভুক্ত করা এবং আবেদনকারী সমস্ত যোগ্য মহিলাদের 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পের বকেয়া অর্থ অবিলম্বে প্রদানের দাবিতে সরব হলো কংগ্রেস। রবিবার বিকেলে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বুদবুদের তিলডাং মোড়ে কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি বৃহৎ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় পতাকাতলে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা ও ব্লক স্তরের শীর্ষ নেতৃত্ব-সহ শতাধিক ক্ষুব্ধ কর্মী-সমর্থক। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী, বুদবুদ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি,জয় গোপাল দে, প্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী জ্যোৎস্না গড়াই, কংগ্রেস নেতা পাগলু মজুমদার, কাউসার আলী শেখ, হিকময় আলী শেখ এবং নেত্রী মেঘনা মান্না। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বুদবুদ অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের ডাক দেন।

ক্ষোভ উগরে দিয়ে দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, 'বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। বুদবুদ বাজারে এখনো কেন টাস্ক ফোর্সের দেখা মিলছে না? মজুতদার ও আড়তদারেরা ইচ্ছেমতো জিনিসপত্র মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে এবং দাম বাড়াচ্ছে, অথচ প্রশাসন নির্বিকার।' তিনি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্প ও ভোটার তালিকা ইস্যুতেও রাজ্য সরকারকে বিঁধে বলেন, '১৭-১৮ পাতার ফর্ম ফিলাপ করা সত্ত্বেও কেন আমাদের বোনেদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে না? এছাড়া, এসআইআর-এর নামে লক্ষ লক্ষ বৈধ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। যারা পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় ঢুকেছে, তাদের সুবিধা করে দিতেই এই চক্রান্ত। বকেয়া নামগুলো অবিলম্বে সংশোধন করে আবার তালিকায় যুক্ত করতেই হবে।'

তিলডাং মোড়ের এই প্রতিবাদ সভা থেকে দলীয় নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সাধারণ মানুষের বঞ্চনা ও নিত্যদিনের সমস্যা সমাধান না হলে আগামী দিনে কংগ্রেস এই আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর আকার দেবে এবং রাজপথে নেমে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলবে।

হুগলিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সারাদিন ধরে এঞ্জেল উড-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলেসারাদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনায় ছিলেন ডাক্তার অমিতাভ ভট্টাচার্য। এই শিবিরে ইসিজি, সুগার, প্রেসার, সব ধরনের রক্ত পরীক্ষা এবং বিভিন্ন রোগের জন্য সুপরামর্শ এবং ওষুধ দেওয়া হয় বিভিন্ন রোগীদের। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার অয়ন মিস্ত্রি, চন্দন ব্যানার্জী, অনুপম ব্রহ্ম, তুষার রায়, গোরাঙ্গ সরদার, রাহুল রায়, অরুন বর, সিদ্ধার্থ সাহা, চন্দ্রশেখর দে এবং সুজিত ভট্টাচার্য। এই স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ১৫০ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। গ্রামীণ এই স্বাস্থ্য শিবিরের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন অতসী ঘোষ পান ও বিদ্যুৎ পান।

তারাপীঠে চালু হল ডিজিটাল টিকিট পরিষেবা

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: কৌশিকী অমাবস্যাকে সামনে রেখে তারাপীঠে ভক্তদের মাতৃ দর্শন আরও সহজ ও সুশৃঙ্খল করতে চালু হল অনলাইন বা ডিজিটাল টিকিট পরিষেবা। রবিবার পাইলট প্রকল্প হিসেবে 'ডিজিটাল তারাপীঠ' পরিষেবার সূচনা করা হয়। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পরিবর্তে বাড়িতে বসেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টিকিট বুক করতে পারবেন ভক্তরা। এরফলে একদিকে যেমন সময় বাঁচবে, অন্যদিকে ভিড় নিয়ন্ত্রণেও সুবিধা হবে বলে মনে করছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। এদিন রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা, রামপুরহাটের মহকুমা শাসক অশ্বিন রাঠোর, সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার, তারাপীঠ সেবাইত সমিতি এবং তারাপীঠ মন্দির কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে এই অনলাইন পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রণামী দিয়ে, নির্দিষ্ট সময়ে মাতৃ দর্শনের জন্য বুকিং করা যাবে। শুধু দর্শন নয়, পুজো বুকিং, ডোনেশন এবং ভোগ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার মতো পরিষেবাও ধাপে ধাপে এই ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। কৌশিকী অমাবস্যায় বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগমের কথা মাথায় রেখে এবার মন্দিরে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নেওয়া হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দর্শনার্থীদের জন্য তিনটি পৃথক লাইন থাকবে একটি পে লাইন, যার মাধ্যমে মন্দিরের উন্নয়নের জন্য প্রণামী গ্রহণ করা হবে, একটি প্রোটোকল লাইন এবং একটি ফ্রি লাইন। তবে নিরাপত্তার কারণে কোনও দর্শনার্থীকেই শেষ পর্যন্ত মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে মন্দির কমিটি। কৌশিকী অমাবস্যায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মন্দির চত্বরে সিসিটিভির সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।

মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি, ডিজিটাল পরিষেবা চালু হলে শুধু ভক্তদের সুবিধাই বাড়বে না, মন্দির পরিচালন ব্যবস্থাতেও স্বচ্ছতা আসবে। কতজন ভক্ত মন্দিরে এলেন, কত টাকা প্রণামী বা ডোনেশন হিসেবে জমা পড়ল, তার হিসাব আরও সুনির্দিষ্টভাবে রাখা সম্ভব হবে।

পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমে ভক্তরা বাড়িতে বসেই মন্দিরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ জানাতে পারবেন। মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল ব্যানার্জি এবং সম্পাদক পুলক চ্যাটার্জিরা মনে করছেন, ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে মন্দিরের আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা আরও বাড়বে। এতদিন মন্দির কমিটির বিরুদ্ধে যে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ উঠত, এই অনলাইন ব্যবস্থার ফলে তা অনেকটাই বন্ধ হবে বলেও তাঁরা আশাবাদী। বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, 'তারাপীঠের উন্নয়নে এটি একটি নতুন সংযোজন সাধারণ মানুষ এবং দূরের ভক্তরা এর ফলে অনেকটাই উপকৃত হবেন।'

আগে দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে গিয়ে সেবাই বা মন্দির কমিটির অনেকেই বাড়তি টাকা তুলতেন বলে যে অভিযোগ উঠতো অনলাইন ব্যবস্থায় তা অনেকটাই বন্ধ হবে বলেই মনে করেন দর্শনার্থীরা। তাঁদের মতে এতে দুর্নীতি যেমন হবে না, তেমনি সময় বাঁচবে সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি থাকবে অযথা ভিড় এড়ানো যাবে শুধু তাই নয়, জেলার বাইরে থেকে যারা আসবেন তারা আগের থেকে তাদের সুবিধামত সময়ের টিকিট কেটে মাতৃ দর্শন করতে পারবেন। কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠে অনলাইন টিকিট ব্যবস্থা চালুর এই প্রশাসনিক উদ্যোগে ভক্তদের সুবিধার পাশাপাশি মন্দির পরিচালনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যুক্ত হল বলেই মনে করছে সাধারণ মানুষ থেকে মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রায় সকলেই।

মধ্যপ্রদেশের সাগরে বিষমদ আতঙ্ক! মৃত্যু বেড়ে ৯

সাগর, ৬ সেপ্টেম্বর: মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ গ্রামবাসীর। সাগর জেলার বারাজ গ্রামের ঘটনা। শনিবার রাতে বিষমদ খেয়ে এই গ্রামের ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও এক ডজনেরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন একটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

পুলিশ সুপার অনুরাগ সুজানিয়া বলেছেন, শনিবার রাতে বারাজ গ্রামের বেশ কিছু মানুষ মদ পান করেছিলেন। এরপরই তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং তাঁরা বমি করতে শুরু করেন। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ সুপার আরও জানান, প্রাথমিক ভাবে মৃত্যুর কারণ বিষক্রিয়া বলে মনে হচ্ছে, তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছি। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। আবগারি দপ্তরের একটি দলও গ্রামে পৌঁছেছে এবং ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য স্থানীয় একটি দোকান থেকে মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে।

সাগরের সিএমএইচও দেবেশ পাটেরিয়া বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ৯-১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসক ও নার্সদের নিয়ে গঠিত আমাদের দল তিনটি গ্রামে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং রোগীদের শনাক্ত করছেন। উপসর্গগুলি দেখে মিথাইল অ্যালকোহলজনিত বিষক্রিয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, তবে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। রোগীদের অবস্থা স্থিতিশীল করার পর প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে, তবে আমাদের দলগুলো অবিরাম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

ভারতকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ করা হয়েছে: অমিত শাহ

ডোনা পাউলা (গোয়া), ৬ সেপ্টেম্বর: ভারতকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার গোয়ার ডোনা পাউলায় এক সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, '২০১৪ সালের আগে এই লড়াইটি ছিল খণ্ডিত, বিভিন্ন সংস্থা বা ইউনিট নিজেদের মতো করে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করত এবং কেবল ছোটখাটো অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেই সন্তুষ্টির খোঁজ করত। ২০১৯ সাল থেকে আমরা বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের তালিকায় নিয়ে এসেছি। মাদকবিরোধী লড়াইটি কেবল নথিপত্র-নির্ভর কাজ বা বিভিন্ন সংস্থার বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় স্তরে একটি সমন্বিত ও ধারাবাহিক অভিযানে পরিণত হয়েছে। এই লক্ষ্যে, ২০১৯ সালে আমরা চার স্তরের 'নারকো কো-অর্ডিনেশন সেন্টার' ব্যবস্থা গড়ে তুলি। আমরা সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে মাদকবিরোধী বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের একটি মডেল ভাগ করে নিই এবং ২০১৯ সালে একটি 'যৌথ সমন্বয় কমিটি' গঠন করি; এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংস্থা, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একত্রিত করা হয়। মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক, আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং কার্যপদ্ধতিগত ফাঁকফোকরগুলো মোকাবিলার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, '২০২৯ সালের মধ্যে ভারতকে মাদকমুক্ত করার মতো একটি বড় লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা একটি কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ তৈরি করেছি। আমরা সবাই জানি যে, মাদক ব্যবসা এমন এক অপরাধ যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয়।'

বারাণসীতে বিপদসীমার নীচে নেমেছে গঙ্গার জলস্তর

বারাণসী, ৬ সেপ্টেম্বর: উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে গঙ্গার জলস্তর কমে ৭০.২৬ মিটারে নেমে এসেছে, যা বিপদসীমা ও সতর্কতার সীমার নীচে। তবে, রবিবার সকালেও দেখা যায়, ৮৪টি ঘাট এখনও জলমগ্ন, নৌকো চলাচল বন্ধ এবং নিচু এলাকার মন্দিরগুলি জলের নীচে রয়েছে, স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরতে সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

একজন পুরোহিত বলেন, গঙ্গার জলস্তর এখন কমছে। গতকাল থেকে জলস্তর চার-পাঁচ ধাপ নিচে নেমেছে এবং তা ক্রমশ কমছেই। এই মুহূর্তে জলস্তর বাড়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, বরং তা কমে যাওয়ার স্পষ্ট লক্ষণই পাওয়া যাচ্ছে।

দুর্ঘটনার কবলে মহানন্দা এক্সপ্রেস, ইঞ্জিন এবং দু'টি কামরা লাইনচ্যুত

আরা, ৬ সেপ্টেম্বর: বিহারে লাইনচ্যুত হয়ে গেল আলিপুরদুয়ার-দিল্লি মহানন্দা এক্সপ্রেস (১৫৪৮৩)। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-দানাপুর রেল বিভাগে। রেল সূত্রে খবর, ট্রেনের ইঞ্জিন এবং আরও দু'টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। ট্রেনের গতি কম থাকায় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।

বিবার ভোর ৪টে ১২ মিনিটে আরা স্টেশনে পৌঁছয় মহানন্দা এক্সপ্রেস। সেটি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকে। ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে ২০০ মিটার যেতেই ইঞ্জিন এবং দু'টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। পূর্ব-মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সরস্বতী চন্দ্র জানিয়েছেন, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। লাইনচ্যুত কামরাগুলিকে সরানো হয়েছে। এই ঘটনায় কারও গাফিলতি ছিল কি না খতিয়ে দেখা হবে।

এই দুর্ঘটনার জেরে দিল্লি-হাওড়া রুটে ট্রেন চলাচল ব্যহত হয়। বন্দে ভারত, বিভূতি এক্সপ্রেস, ক্যাপ্টেন এক্সপ্রেস, ইন্টারসিটি গরিব রথ, বেশ কিছু প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং উধনা এক্সপ্রেস দেরিতে চলছে। রেল সূত্রের খবর, সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে রেললাইন মেরামত করে লাইনচ্যুত ইঞ্জিন এবং কামরাগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে সাসপেন্ড করা হয়েছে আরার স্টেশন ম্যানেজার এনকে রাইকে।

পাটনার দিয়ারা এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি, উদ্বিগ্ন মিসা ভারতী

পাটনা, ৬ সেপ্টেম্বর: গঙ্গা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় পাটনার মানেরের দিয়ারা এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে। আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। এই সময় আরজেডি বিধায়ক ভাই বীরেন্দ্র এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার পূজা কুমারীও উপস্থিত ছিলেন।

মিসা ভারতী বলেন, 'দানাপুর ও মানেরের দিয়ারা এলাকা থেকে শুরু করে ফুলওয়ারি ও পালিগঞ্জ, সর্বত্রই বন্যার জল ছড়িয়ে পড়েছে, তবে বিশেষত দানাপুর ও মানেরের দিয়ারা অঞ্চলের পরিস্থিতি ভয়াবহ। গতকাল আমরা জলস্তর পর্যবেক্ষণ করেছি। প্রশাসন খাদ্য, পানীয় জল ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। নৌকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, কিন্তু গবাদি পশু স্থানান্তরের জন্য বড় নৌকার চাহিদা রয়েছে, অথচ বড় নৌকার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ছে কারণ জল স্তরে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে;কোথাও জল বেশি, আবার কোথাও কম। এদিকে আমরা খবর পেয়েছি, সম্রাট চৌধুরী আকাশপথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এরপর ঘোষণা করবেন, দিয়ারা এলাকাগুলো বন্যা কবলিত কি না। আজ সন্ধ্যায় তাঁর পরিদর্শনের পর কী সিদ্ধান্ত আসে, তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার পূজা কুমারী বলেন, মানের ব্লকের ছয়টি পঞ্চায়েত বন্যায় পুরোপুরি এবং দু'টি আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যাদুর্গতদের জন্য দু'টি স্থানে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের বিষয়টি দেখা হচ্ছে, প্রসবের সময় এগিয়ে এলে তাঁদের নৌকোয় করে মানের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

কেরলমের ত্রিশূরে বাইকে ধাক্কা গাড়ির, শিশু-সহ মৃত্যু ৩ জনের

ত্রিশূর, ৬ সেপ্টেম্বর: কেরলমের ত্রিশূরে বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। মৃতদের মধ্যে ৩ বছরের একটি শিশুও রয়েছে। শনিবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুরুভায়ুর-কুন্নামকুলাম সড়কে। নিহতরা হলেন মুনীর (৩৫), তাঁর স্ত্রী সাফনা (২৫) এবং দম্পতির তিন বছরের ছেলে ইয়ামিল আইবাক। তাঁরা চাভাক্কাডের এডাক্কাজিয়ুরের বাসিন্দা ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার মধ্যরাতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। পথে রাস্তার পাশে কিছু সময়ের জন্য নিজেদের বাইকটি থামান তাঁরা, সেই সময় দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি গাড়ি তাঁদের মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় স্বামী ও স্ত্রী ও দম্পতির ছোট সন্তানের মৃত্যু হয়। পুলিশ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মাউন্ট আনাক ক্রাকাতাউয়ে অগ্ন্যুৎপাত, ছাইয়ে ঢাকল পশ্চিম ইন্দোনেশিয়া

জাকার্তা, ৬ সেপ্টেম্বর: রবিবার ভোর ৩৫৩ নাগাদ মাউন্ট আনাক ক্রাকাতাউয়ে অগ্ন্যুৎপাত বাড়ার ফলে আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত ছাইয়ে ঢাকা পড়ল পশ্চিম ইন্দোনেশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ। এই কারণে জাকার্তার সুকর্ণ-হাত্তা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান চলাচল অস্থায়ী ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। বেশ কিছু বিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। একটি বড় এলাকায় মাছ ধরাও স্থগিত রয়েছে।

প্রথমে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বিমান চলাচলে স্থগিতাদেশ জারি করা হলেও পরে ওই এলাকায় ছাইয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তাই স্থগিতাদেশের সময়সীমা বাড়িয়ে সকাল সাড়ে ন'টা করা হয়। ইন্দোনেশিয়ার পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক উড়ান-সহ ২০৯টি উড়ান বাতিল হয়েছে। সুকর্ণ-হাত্তা ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত বিমানবন্দর। তাই উড়ান বাতিল হওয়ায় মুশকিলে পড়েছেন অনেক যাত্রী।

উপগ্রহচিত্রের সাহায্যে আগ্নেয়গিরি-সৃষ্ট দু'টো ছাই-মেঘ চিহ্নিত করেছে ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি এবং ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয় সংক্রান্ত কেন্দ্র এবং অস্ট্রেলিয়ার আগ্নেয়গিরি বিষয়ক ডারউইন কেন্দ্র। একটি ছাই-মেঘ ২০ হাজার ফুট উচ্চতায় রয়েছে। এই মেঘটি রওনা দিয়েছে জাকার্তা, বান্তেন এবং পশ্চিম জাভার দিকে। অপরটি রয়েছে ৫০ হাজার ফুট উচ্চতায়। সেটির গন্তব্য বান্তেন, লামপুং ও বেংকুলু। দক্ষিণ সুন্দা প্রণালী এবং সুমাত্রার পশ্চিমাংশের নিকটবর্তী ভারত মহাসাগরের আকাশেও এই ছাই-মেঘ দেখা যেতে পারে।

ভূতাত্ত্বিক সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, জাভা ও সুমাত্রার মধ্যবর্তী সুন্দা প্রণালীতে অবস্থিত মাউন্ট আনাক ক্রাকাতাউ থেকে রবিবার ভোরের আগেই অল্প অল্প অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছিল। ৩টে বেজে ৫৩ মিনিটের মাথায় ৩০ সেকেন্ডের জন্য পূর্ণমাত্রায় উদ্গিরণ হয়। আগ্নেয়গিরির সবচেয়ে কাছের জনবসতিটি প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তাই এখনও পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা শূন্য। জনবসতি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনও পড়বে না, প্রশাসনের এমনটাই মত। তবু সতর্কতা জারি করে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যেন আনাক ক্রাকাতোয়ার সক্রিয় গহ্বর থেকে অন্তত তিন কিলোমিটার দূরে থাকে।

ইন্দোনেশিয়ার বিপর্যয় সংক্রান্ত সংস্থা জানিয়েছে, জনসাধারণের চিন্তার কোনও কারণ না থাকলেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে সব অঞ্চলে ছাই-মেঘ দেখা গিয়েছে, সেখানে বাইরে না-বেরনোই ভালো। একান্ত দরকার পড়লে বেরোনোর সময় মুখে মাস্ক ও চোখে চশমা পরা উচিত। সমস্ত উন্মুক্ত জলাধার ঢেকে রাখা এবং গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই বার্তা জারি করেছেন সংস্থার আধিকারিকেরা।

কোণ্ডাগাঁও থেকে উদ্ধার নকশালদের লুকিয়ে রাখা বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র

কোণ্ডাগাঁও, ৬ সেপ্টেম্বর: ছত্তিশগড়ের কোণ্ডাগাঁও জেলায় রবিবার নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে ৩০ কেজি বিস্ফোরক, পিস্তল-সহ নকশালদের লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। কোণ্ডাগাঁওয়ের এসপি পঙ্কজ চন্দ্র এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। নকশালদের লুকিয়ে রাখা অস্ত্র, আইইডি এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধারের জন্য ক্রমাগত তল্লাশি অভিযান চলছে।

ময়দান

সিনিয়রদের ছাড়াই নামছে লাল-হলুদ?

সিএফএল ডার্বির আগে বাড়ছে ধোঁয়াশা, চর্চায় কিছু তারকার নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বিকে কেন্দ্র করে সমর্থকদের উত্তেজনা প্রতিদিনই বাড়ছে। দুই প্রধান শিবিরই এই ম্যাচকে মর্যাদার লড়াই হিসেবে দেখছে। সেই কারণেই অনুশীলন থেকে দল নির্বাচন, সব ক্ষেত্রেই বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সোমবারের এই ম্যাচে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় দুই ক্লাবের কোচিং স্টাফ ও ম্যানেজমেন্ট।

মোহনবাগান শিবিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগেই। দলের সিনিয়র কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপেরিস নিজে অনুশীলনের দায়িত্ব নিয়ে ডার্বির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে হতাশাজনক ফলের পর এই ম্যাচকে ঘুরে দাঁড়ানোর সেরা সুযোগ হিসেবে দেখছে সবুজ-মেরুন শিবির। তাই সিনিয়র দলের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে ঘরোয়া লিগের ডার্বিতে নামানোর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, শুভাশিস বসুর মতো অভিজ্ঞদের অনুশীলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আপুইয়া ও ছাংতের নামও রেজিস্ট্রেশনের তালিকায় রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ফলে শক্তিশালী দল নিয়েই মাঠে নামার সম্ভাবনা প্রবল।

অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলও কোনও দিক থেকে পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া লিগের দলের অনুশীলনের দায়িত্ব মূলত সামলাচ্ছিলেন অর্চিস্মান বিশ্বাস। তবে ডার্বির আগে হঠাৎ করেই অনুশীলনে উপস্থিত হন বিনো জর্জ। তাঁর এই উপস্থিতি স্পষ্ট করে দেয় যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অভিজ্ঞতার ওপরই ভরসা রাখতে চাইছে লাল-হলুদ শিবির। কোচিং স্টাফের এই পরিবর্তন ফুটবলারদের আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সিনিয়র দলের ফুটবলারদের অংশগ্রহণ নিয়েও জল্পনা কম হয়নি। প্রথম দিকে শোনা গিয়েছিল, কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ঘরোয়া লিগের জন্য সিনিয়র দলের খেলোয়াড়দের ছাড়তে খুব একটা আগ্রহী নন। তবে ক্লাব সূত্রে বরিস সিং, নরেন্দর গোহলাথ, আসিফ কে এবং শৌভিক চক্রবর্তীর নাম নিয়ে আলোচনা চলছিল। যদিও ক্লাবের এক কর্তা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নতুন করে কোনও সিনিয়র ফুটবলারের রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। আগে থেকেই ডেভিড, বিষ্ণু ও জেসিনদের মতো কয়েকজনকে এই প্রতিযোগিতার জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে যদি আরও কিছু অভিজ্ঞ ফুটবলার দলে যোগ দেন, তাহলে ইস্টবেঙ্গলের শক্তি নিঃসন্দেহে আরও বাড়বে।

গত মরশুমে আইএসএল জয়ের পর থেকে ইস্টবেঙ্গলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চায় ক্লাব। অন্যদিকে ডুরান্ড কাপে ব্যর্থতার ক্ষত মুছে নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে মরিয়া মোহনবাগান। ফলে দুই দলের কাছেই এই ম্যাচ শুধুমাত্র তিন পয়েন্টের লড়াই নয়, বরং সম্মান ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। এই ডার্বির বিশেষ আকর্ষণ শুধু দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়, ভেন্যুকেও ঘিরে রয়েছে আলাদা আবেগ। প্রায় আট বছর পর আবার বারাসত স্টেডিয়ামে ফিরছে বড় ফুটবল ম্যাচ। এই মাঠে প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হবে বাংলার দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব। পাশাপাশি প্রায় ১৬ বছর পর বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনের ফ্লাডলাইটের আলোয় অনুষ্ঠিত হবে ফুটবল ম্যাচ। ফলে সমর্থকদের কাছে এটি শুধু একটি ডার্বি নয়, বরং ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী হওয়ারও সুযোগ।

সম্মানের পরীক্ষা দুই প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ডার্বি মানেই বাড়তি উত্তেজনা, আবেগ এবং সমর্থকদের অগাধ আগ্রহ। কিন্তু এবারের কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ডার্বি একেবারেই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সোমবার বারাসত স্টেডিয়ামে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হলেও এই ম্যাচের ফলাফল লিগের ভবিষ্যৎ সমীকরণে কোনও প্রভাব ফেলবে না। বহু বছর পর এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে ডার্বির জয় বা পরাজয় কোনও দলেরই ভাগ্য নির্ধারণ করবে না।

ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান দুই দলই ইতিমধ্যেই গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে সুপার সিক্সে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। ফলে এই ম্যাচে জয়, হার কিংবা ড্র কোনও ফলই পরবর্তী পর্বের অবস্থানে পরিবর্তন আনবে না। মোহনবাগান জিতলেও গ্রুপে তৃতীয় স্থানেই থাকবে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলের সামনে একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে অপরাজিত থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করা। বর্তমানে তারা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ডার্বিতে জয় পেলে ভবানীপুরকে টপকে গ্রুপের শীর্ষস্থান দখল করতে পারবে তারা। তবে সেই সাফল্যেরও বাস্তবিক কোনও মূল্য নেই, কারণ গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট সুপার সিক্সে বহন করা হবে না। আইএফএর নির্ধারিত প্রতিযোগিতার ফরম্যাট নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণ ভাবে সুপার সিক্স পর্বে ছয়টি দল একে অপরের বিরুদ্ধে খেলার কথা, অর্থাৎ প্রতিটি দলের পাঁচটি করে ম্যাচ হওয়ার কথা। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় প্রতিটি দল মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলবে। 'এ' গ্রুপ থেকে উঠে এসেছে ভবানীপুর, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। অন্যদিকে 'বি' গ্রুপ থেকে জায়গা করে নিয়েছে কোল ইন্ডিয়া, মহামেডান স্পোর্টিং এবং ইউনাইটেড স্পোর্টস। সুপার সিক্সে একই গ্রুপ থেকে ওঠা দলগুলোর মধ্যে আর কোনও ম্যাচ হবে না। ফলে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের এই ডার্বির পুনরাবৃত্তি আর দেখা যাবে না।

এই ব্যবস্থায় সুপার সিক্সের তিনটি ম্যাচই কার্যত নকআউটের গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে। যে দল সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ করবে, তার হাতেই উঠবে শিরোপা। ফলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আসল লড়াই শুরু হবে পরবর্তী পর্বে, আর বর্তমান ডার্বি শুধুই মর্যাদা রক্ষার ম্যাচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ডার্বির আবেগ কখনও শুধুমাত্র পয়েন্টের অঙ্কে আটকে থাকে না। জয়-পরাজয়ের গুরুত্ব না থাকলেও দুই দলের ফুটবলার, কোচ এবং সমর্থকদের কাছে এই ম্যাচের আলাদা মূল্য রয়েছে। বিশেষ করে দুই দলের দায়িত্বে রয়েছেন বাংলার দুই কোচ ইস্টবেঙ্গলের অর্চিস্মান বিশ্বাস এবং মোহনবাগানের বাস্তব রায়। এছাড়া লিগের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম একাদশে ছ'জন করে বাংলার ফুটবলারকে খেলাতে হবে। ফলে স্থানীয় প্রতিভাদের কাছে এই ম্যাচ নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণেরও বড় মঞ্চ। এবারের ডার্বিতে ট্রফির অঙ্ক নেই, পয়েন্টের চাপও নেই। কিন্তু সম্মান, ঐতিহ্য এবং সমর্থকদের প্রত্যাশা এই তিনের টানেই ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লড়াই আবারও বিশেষ হয়ে উঠবে। তাই গুরুত্বহীন সমীকরণের মধ্যেও কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা আরও একটি স্মরণীয় ডার্বির অপেক্ষায়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮

হৃদপিণ্ডের সুরক্ষায় আবশ্যিক কর্তব্যসমূহ

ডাঃ শামসুল হক

আমাদের বুকের খাঁচার মধ্যে অতি সযত্নে রক্ষিত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা যন্ত্রের নাম হৃদপিন্ড । আর তাকে রক্ষা করার জন্য সদা সর্বদা সতর্ক ও থাকতে হয় আমাদের । কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও সমস্ত নিয়মকানুন সঠিকভাবে প্রতিপালন করা কি আদৌ সম্ভব হচ্ছে আমাদের পক্ষে ? বলাই বাহুল্য, আজকের দিনে আমাদের নিজস্ব জীবনযাত্রার মধ্যে ঘটে চলেছে বিশাল পরিবর্তনের ছায়াও। আর তার ই ফলস্বরূপ হাতেনাতে ফলছে তার ফলাফল ও । দিন যত এগিয়ে চলেছে ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে হৃদরোগের ঝুঁকিও ।

ভাগ্য সহায় হলে অতি ভয়ঙ্কর সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া হয়তো সম্ভব হচ্ছে , কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনটাও । সেজন্য দায়ীও অবশ্য আমরা নিজেরাই । কারণ আমরা নিজেরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে একটু সংযত হতে পারতাম তাহলে সেই মহাঘাতকের হাত থেকে রক্ষাও পেতে পারতাম অতি সহজেই।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চলেছে হৃদরোগে আক্রান্ত হ ওয়ার পরিমাণ এবং সেইসঙ্গে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও । তাই শঙ্কিত আমরা। চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞরাও এই বিষয়ে নতুনভাবে অনেক কিছু ভাবতেও শুরু করে দিয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও উদ্বিগ্ন। সকলের ই এক মত, এবার মানুষকেই সংযত হতে হবে। মেনে চলতে হবে স্বাস্থ্য বিধিও । আর সেই কাজ যদি আমরা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি তাহলে আমরা রক্ষা করতে পারব নিজেদেরকে এবং অতি অবশ্যই আমাদের পরিবারকেও ।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃদপিণ্ডের ওজন সাধারণত হতে পারে আড়াইশো গ্রাম থেকে তিন শত পঞ্চাশ গ্রাম পর্যন্ত। দৈর্ঘ্যে পাঁচ ইঞ্চির কাছাকাছি এবং প্রস্থে মোটামুটি সাড়ে তিন ইঞ্চি । চব্বিশ ঘণ্টাই পাম্পের মতো কাজ করাই তার কাজ। আর তাঁর মাধ্যমেই অবিরতভাবে সমগ্র শরীরের মধ্যে সে করে চলে রক্ত সঞ্চালনের কাজ ও ।

মানবদেহের অতি মূল্যবান এই সম্পদ আবৃত থাকে হৃদবরণ (pericardium) দ্বারা। আর তাকে বেষ্টন করে থাকে ফুসফুস। এই হৃদবরণ আবার গঠিত হয় মোট দুটি অংশের সমষ্টিতে। প্রথমটা হল ফাইব্রাস হৃদবরণ এবং অন্যটা সেরাস হৃদবরণ। মানুষের হৃদযন্ত্রে থাকে মোট চারটি প্রকোষ্ট। যথা ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়। আর বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয় । এই ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মাঝখানে আবার অবস্থান করে ত্রিপত্রক কপাটিকা আর বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝখানে থাকে দ্বিপত্র কপাটিকা । আর তাদের দ্বারাই চলে সংযোগ রক্ষার কাজটিও ।

হৃদপিণ্ডের ডান অংশের কাজ হল আমাদের দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে ডান অলিন্দে অক্সিজেন শূন্য রক্ত সংগ্রহ করা এবং ডান নিলয়ের মাধ্যমে পাম্পের সাহায্যে ফুসফুসে পাঠানো । সেখানেই শোধিত হয় সেই রক্ত । সেইসময় সেই রক্তের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে যেটুকু কার্বণ - তাই - অক্সাইড তা বের হয়ে যায় এবং পুরোপুরিভাবে শোধিত হয়েই হয়ে ওঠে অক্সিজেন সমৃদ্ধও । তারপর সেটা ফুসফুস থেকে প্রথমে পৌঁছে যায় বাম অলিন্দে এবং তারপর বাম নিলয়ে । সেখান থেকে মহা ধমনী এবং অন্যান্য আরও অনেক শাখা ধমনীর মাধ্যমে সেই রক্ত ছড়িয়ে পড়ে আমাদের ই দেহের প্রতিটি কোণায় কোণায়।

হৃদপিণ্ডের ভিতরে রক্তের এই যে চলাফেরা এবং এত শুদ্ধিকরণ , সবকিছুই কিন্তু চলে একেবারে নিয়ম মাফিকেই। এর জন্য কখনও প্রয়োজন হয় না কোন জ্বালানির অথবা কোন মন্ত্র শক্তিরও। জীবন শুরুর সময় থেকে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে পর্যন্ত অবিরাম গতিতেই চলে সেই কাজও। ভাবতে গেলে সমগ্র ব্যাপাটা অত্যন্ত বিস্ময়করও বটে। বাস্তব সত্য তো নিশ্চয়ই। আর সবকিছু ঠিকভাবে সম্পন্ন হলে সুস্থ ও সবল শরীরের ই অধিকারী হতে পারি আমরা। আর তার কিছু অন্যথা হলেই দেখা দিতে পারে হরেক বিপর্যয়ও।

হৃদপিণ্ডের মধ্যে থাকে যে দ্বিভাঁজ পর্দার আবরণ, ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলে পেরিকার্ডিয়াম তাতে যদি কোন কারণে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাহলে দেখা দিতে পারে পেরিকার্ডাইটিস রোগ। একটু এদিক ওদিক হলে হতে পারে অ্যানজাইনা পেকটোরিসের মতো মারাত্মক রোগও। আর তা ছাড়াও শরীরের মহা মূল্যবান এই অঙ্গকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হতে পারে ছোট বড় আরও অনেক রোগের ও । বলাই বাহুল্য , সমস্ত কিছুর জন্য ই দায়ী কিন্তু আমাদেরই ত্রুটিপূর্ণ জীবন ধারণের পদ্ধতি এবং অতি অবশ্যই অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসও।

সম্প্রতিকালে যত্র তত্র গজিয়ে উঠেছে অজস্র হোটেল রেস্তোরা সহ লোভনীয় খাদ্যসামগ্রীর অত্যাধুনিক অনেক মলেরও। সেখানে অবিরতভাবে সরবরাহ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন স্বাদের ফার্স্টফুডও। আর টাকা পয়সার মায়া দয়া না করেই আমরা ছুটে চলছি তার ই লোভে এবং নিজেদের অজান্তেই নিজেদের কতটা ক্ষতি ডেকে আনছি সেটা বোধহয় আমরা নিজেরাও জানি না, অথবা জানার চেষ্টাও করি না। সেখানে আবার নেই বয়সের ও হিসাব নিকাশ । তাই নিজস্ব শরীর ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে আমরা যে কতখানি ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি সেই জবাব দেবে আমাদের ভবিষ্যতই।

ভয়াবহ এই পরিস্থিতির কথা মনে আসলেই প্রথমে মনে পড়ে স্ট্রোক নামক অতি পরিচিত সেই শব্দটার কথাই। সেটা যেমন একেবারে অপ্রত্যাশিত, তেমনই বেদনাদায়কও বটে। কিন্তু তার যে সেই আগমন, সেটা কিন্তু একেবারে আচমকাও নয়। সে একেবারে গুটি গুটি পায়েই এগিয়ে আসে এবং তৈরি করে যন্ত্রণাময় এক পরিস্থিতিরও। সে আসে, কিন্তু তার আগমন ঘটে বেশ কয়েকটা সতর্কবার্তা প্রেরণ করার পরই। একটু চেষ্টা করলেই আমরা সেটা অনুভব করতেও পারি । কিন্তু সেটা না করে বেশীরভাগ সময়ই আমরা তাকে এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করি । আর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা আমাদের হয় ঠিক তখনই। তখন সাবধান হওয়া তো দূরের কথা, বেপরোয়া জীবন ধারণের গতিটাই বরং বেড়ে যায় আরও বহুগুণ।

অত এব বাঁচার মত বাঁচার জন্যই আমাদের মেনে চলা উচিত অনেক বিধিনিষেধও । প্রথমেই বদলাতে হবে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় থাকা অবাঞ্ছিত সমস্ত খাদ্য সামগ্রী। অভ্যস্ত হতে হবে ঠিক সময়ে পরিমাণ মতো সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। যে বয়সে যেমনটা প্রয়োজন উৎসাহী হতে হবে নিয়মিত শরীরচর্চার বিষয়েও। সঞ্চিত রাখা যাবে না মনের অন্দরে কোন টেনশনও। বই পড়া , বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং হৈ হট্টগোলের মধ্যেই সময় কাটানো ইত্যাদির মধ্যেই যেন কেটে যায় নিজের দিনরাত্রিও । অবশ্য রাতে যাতে সুনিদ্রা হয় খেয়াল রাখতে হবে সেইদিকেও। সেইসঙ্গে উচ্চরক্তচাপ যেন হাজির না হয় সদা সতর্ক থাকতে হবে হবে সেইদিকেও। সেইসঙ্গে ব্লাডসুগার, কোলেস্টেরলের মাত্রাও যাতে সঠিক থাকে নজর রাখতে হবে সেটাও। বর্জন করতে হবে ধূমপান সহ অন্যান্য আরও অনেক নেশাও। আর যদি সত্যি সত্যিই সেটা সম্ভব হয় তাহলে স্ট্রোক সহ হার্টের নানান ধরণের সমস্যা থেকে মোটামুটিভাবে মুক্তও থাকাও সম্ভব হবে। আর সেজন্য নিয়মিতভাবে যেমন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি , ঠিক তেমনই প্রয়োজন সবকিছুর ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতাও।

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র সবুজ উদ্ভিদ। অর্জুন গাছের ছাল, গোক্ষুর , রসুন, ইত্যাদি আমরা যদি সঠিক নিয়ম মেনে ব্যবহার করি তাহলে এই সমস্যা থেকে অনেকটা দূরে সরে থাকা নিশ্চয়ই সম্ভব।

পাঁচটি উপসর্গ বলে দেবে কিডনিতে স্টোন আছে কি না! কোন কোন উপসর্গ দেখে সতর্ক হবেন?

কিডনি স্টোন বা কিডনিতে পাথর হল এক ধরনের কঠিন বর্জ্য পদার্থ, যা কিডনির ভিতরে তৈরি হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'রেনাল ক্যালকুলি'। এই পাথর ছোট বালির দানার মতো থেকে শুরু করে গলফ বলের মতো বড়ও হতে পারে। প্রস্রাবের মধ্যে খনিজ পদার্থ এবং লবণের ঘনত্ব বেড়ে গেলে কিডনিতে পাথর তৈরি হয়।

পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান না করলে প্রস্রাব ঘন হয়ে যায়, যা খনিজ এবং লবণের ঘনত্ব বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত লবণ, চিনি, রেড মিট এবং অক্সালেট সমৃদ্ধ খাবার খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

তাই সময় থাকতে সতর্ক হওয়া জরুরি। কিডনিতে পাথর বা কিডনি স্টোন হলে সাধারণত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে

১. তীব্র ব্যথা

- কিডনিতে পাথরের কারণে সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ তীব্র ব্যথা। এই ব্যথা সাধারণত পিঠের নিচের দিকে, পাঁজর বা পেটের পাশে অনুভূত হয়।
- ব্যথাটি তীব্র হতে পারে এবং কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

২. প্রস্রাবে পরিবর্তন

- কিডনিতে পাথর হলে প্রস্রাবের রঙ পরিবর্তন হতে পারে। প্রস্রাবে রক্ত দেখা যেতে পারে, যা প্রস্রাবকে গোলাপী, লাল বা বাদামী করে তুলতে পারে।
- প্রস্রাবে দুর্গন্ধ বা ঘোলাটে ভাব দেখা দিতে পারে।
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা ঘন ঘন প্রস্রাবের চাপ অনুভব করাও কিডনিতে পাথরের লক্ষণ হতে পারে।

৩. বমি বমি ভাব এবং বমি

- তীব্র ব্যথার কারণে বমি বমি ভাব এবং বমি হতে পারে।

৪. প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া বা ব্যথা

- কিডনিতে পাথর মূত্রনালীতে আটকে গেলে প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া হয়। সঙ্গে ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

৫. জ্বর এবং কাঁপুনি

- যদি কিডনিতে পাথরের কারণে সংক্রমণ হয়, তবে জ্বর এবং কাঁপুনি হতে পারে।

এই লক্ষণগুলির মধ্যে কোনও একটি দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

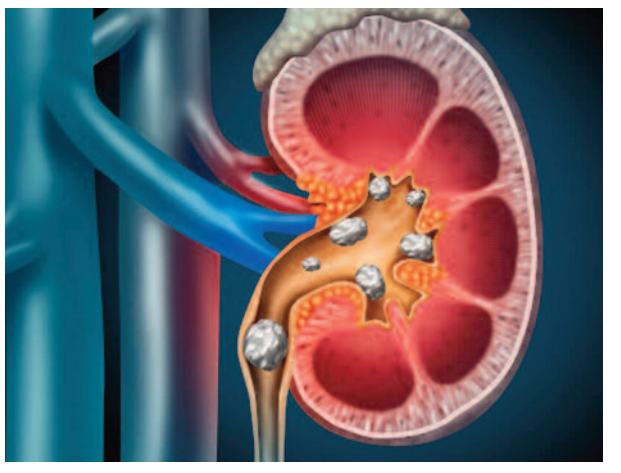

অপারেশন থিয়েটারের এয়ারওয়ে ট্রলির ব্যবস্থাপনা ও অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের ভূমিকা

শুভজিৎ বসাক

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম জটিল এবং সংবেদনশীল ক্ষেত্র হলো হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার। এই অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও উচ্চ-চাপযুক্ত পরিবেশে রোগীর জীবন রক্ষা এবং অস্ত্রোপচারের সফল রূপায়ণে চিকিৎসকদের পাশাপাশি যে প্রযুক্তিবিদরা অনবরত কাজ করে যান, তাঁরা হলেন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট। একটি সফল অস্ত্রোপচারের মূল প্রস্তুতি শুরু হয় সার্জনের প্রথম চেরা বা দাগ কাটার (incision) অনেক আগেই। আর এই মহতী প্রস্তুতির মূল রূপকার হলেন অ্যানেস্থেসিয়া বিভাগে কর্মরত অভিজ্ঞ ও নিপুণ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টবৃন্দ। তাঁদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, নিখুঁত পূর্বপ্রস্তুতি এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে রোগীর সামগ্রিক নিরাপত্তা ও জীবন-মরণ। আধুনিক অ্যানেস্থেসিয়া পরিকাঠামোয় প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস রক্ষা করা এবং প্রতিটি হৃদস্পন্দনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার পেছনে এই পেশাদারদের অবদান অনস্বীকার্য।

অপারেশন থিয়েটারে অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর ধাপ হলো রোগীর শ্বাসনালী বা এয়ারওয়ে ব্যবস্থাপনা SAirway Management)। অভিজ্ঞ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে এয়ারওয়ে ট্রলি সাজিয়ে রাখেন, যা যেকোনো সাধারণ বা জটিল জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম হাতের নাগালে পেতে সাহায্য করে। তবে এই এয়ারওয়ে ব্যবস্থাপনা প্রাপ্তবয়স্ক এবং পেডিয়াট্রিক বা শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অত্যন্ত জটিল। শারীরবৃত্তীয় ও গঠনগত পার্থক্যের কারণে শিশুদের শ্বাসনালী অত্যন্ত সংবেদনশীল ও সংকীর্ণ হয়, যার জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ আলাদা দক্ষতার। একজন দক্ষ টেকনোলজিস্ট খুব ভালো করেই জানেন যে, শিশুদের ক্ষেত্রে আনকফড্ (uncuffed) বা ছোট সাইজের বিশেষ এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব, সোজা ব্লেডযুক্ত ল্যারিঙ্গোস্কোপ (Miller Blade), স্টেরাইল রোলার প্যাক এবং সুনির্দিষ্ট সাইজের পেডিয়াট্রিক ফেসমাস্ক ও এয়ারওয়ে গাইড প্রস্তুত রাখতে হয়; যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ব্যবহৃত হয় বাঁকানো ব্লেড (Macintosh Blade) এবং ভিন্ন পরিমাপের কফড্ (cuffed) টিউব। সামান্যতম অসতর্কতা বা সরঞ্জামের ভুল মাপ শিশুর ফুসফুস ও শ্বাসনালীর স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। তাই রোগীর বয়স ও শারীরিক গঠন বিবেচনা করে সেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি এয়ারওয়ে ট্রলি নিখুঁতভাবে প্রস্তুত রাখার ক্ষেত্রে ওটি টেকনোলজিস্টদের জ্ঞান ও দূরদর্শিতা অপরিহার্য। অ্যানেস্থেসিয়ার একটি মূল আন্তর্জাতিক নীতিই হলো; 'Expect a simple airway–but always prepare for a difficult one.' টেকনোলজিস্টরা এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কোনো কারণে রোগীর শ্বাসনালী অবরুদ্ধ হলে বা শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে সঠিক সরঞ্জামটি চিকিৎসকের হাতে তুলে দিয়ে 'dynamic and critical role' প্লে করার মাধ্যমে তাঁরা রোগীর প্রাণ রক্ষায় এক অভাবনীয় দক্ষ ও স্বশাসিত স্তম্ভের ভূমিকা পালন করেন।

শুধুমাত্র শ্বাসনালী ব্যবস্থাপনাই নয়, অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের দায়িত্ব বিস্তৃত প্রতিটি ওষুধের সঠিক প্রয়োগ ও মাত্রার নির্ভুলতা (Medication Safety) নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও। অপারেশন থিয়েটারের ভেতরে স্টেরাইল সিরিঞ্জ প্রস্তুত করা, ওষুধের নাম সঠিকভাবে লেবেল করা এবং প্রয়োগের আগে পুনরায় তা দ্বিমুখী যাচাই (Double-check) করা তাঁদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। চিকিৎসায় ওষুধের সামান্যতম ত্রুটিও রোগীর জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, আর তাই টেকনোলজিস্টদের এই নিখুঁত প্রস্তুতি যেকোনো ধরনের ভুল প্রতিরোধ করে রোগীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। একই সাথে অ্যানেস্থেসিয়া মেশিন এবং ভেন্টিলেটর চালনার পূর্বে সেটির সম্পূর্ণ কার্যকারিতা পরীক্ষা করাও তাঁদের কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অক্সিজেন পাইপলাইন, ফ্লোমিটার, ভ্যাপোরাইজার এবং ব্রিদিং সার্কিট নিখুঁতভাবে সচল রয়েছে কিনা; তা অস্ত্রোপচার শুরুর আগেই নিশ্চিত করতে হয়; কারণ প্রতিটি যন্ত্রের নির্ভুলতা এখানে জীবন বাঁচানোর সমার্থক।

অস্ত্রোপচার চলাকালীন রোগীর শারীরিক অবস্থার প্রতিটি পরিবর্তন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রেও টেকনোলজিস্টদের ভূমিকা অনন্য। পেশেন্ট মনিটরে প্রদর্শিত হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ, অক্সিজেন স্যাচুরেশন (SpO2) এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিপ্রকৃতির ওপর তাঁরা সার্বক্ষণিক কড়া নজর রাখেন। কোনো প্রকার শারীরবৃত্তীয় অসঙ্গতি দেখা দিলে বা মনিটরে কোনো বিপদের সংকেত বেজে উঠলে তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে অ্যানেস্থেসিওলজিস্টকে অবহিত করেন এবং জরুরি চিকিৎসায় সক্রিয় সহায়তা করেন। প্রকৃতপক্ষে, অপারেশন থিয়েটারে একজন টেকনোলজিস্ট কেবল একজন সাধারণ সহকারী নন, who functions as the crucial òeyes and ears of the anesthesiologist (যিনি অ্যানেস্থেসিওলজিস্টের চোখ ও কান হিসেবে কাজ করেন)। রোগীর নিরাপত্তার স্বর্ণালী নিয়ম বা 'গোল্ডেন রুল'-এর মূল ভিত্তিগুলো, যেমন; অক্সিজেনের সঠিক জোগান ও প্রস্তুতি (Oxygen preparation), সাকশন যন্ত্রের কার্যকারিতা (Suction apparatus utility), এয়ারওয়ে সরঞ্জামের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা (Airway equipment inspection), সঠিক ওষুধ ও নিখুঁত মাত্রা প্রস্তুতি (Medication accuracy) এবং মনিটরের সার্বক্ষণিক সচলতা (Monitor function); এই সবকটি নিয়মকে সুসমন্বিত করে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা সামগ্রিক অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত করেন।

চিকিৎসা পরিষেবার নেপথ্যে থেকে নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া এই দক্ষ পেশাদাররা রোগী কল্যাণের এক অনন্য প্রতীক। অস্ত্রোপচারের টেবিলে শায়িত অসহায় রোগীর প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস রক্ষা করা, প্রতিটি হৃদস্পন্দন সচল রাখা এবং অস্ত্রোপচার শেষে রোগীকে সুরক্ষিতভাবে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পুরো প্রক্রিয়ায় অ্যানেস্থেসিয়া বিভাগের এই যোগ্য সহযোগী অপারেশন থিয়েটার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের ভূমিকা অতুলনীয়। পেশাগত দক্ষতা, গভীর একাগ্রতা এবং মানবিক দায়িত্ববোধের মেলবন্ধনে তাঁরা অপারেশন থিয়েটারকে করে তোলেন নিরাপদ ও সফল। চিকিৎসা ব্যবস্থার এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভদের অবদান ছাড়া আধুনিক শল্যচিকিৎসার সামগ্রিক অগ্রগতি ও রোগীর দ্রুত আরোগ্য লাভ কোনোভাবেই সম্ভব নয়।